নীহারিকা।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

"Huge cloudy symbols of a high romance"

Keats.

"বনলতা" "নীহারিকা" "আর্য্যাবর্ত্ত" ও "অশোকা" রচয়িত্রী।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত।

কলিকাতা

/৳

সূচীপত্র।

বিষয়

নীহারিকা।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

"Huge cloudy symbols of a high romance"

Keats.

"বনলতা" "নীহারিকা" "আর্য্যাবর্ত্ত" ও "অশোকা" রচয়িত্রী।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত।

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় ভাগ "নীহারিকার" ভাগ্য নিতান্ত মন্দ—মু-
দ্রাযন্ত্রে যাইবার পূর্ব্বেই কীটদংশনে লুপ্তপ্রায় হই-
য়াছিল। বহুদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও স্ব-
সহায়ে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইবার
অব্যবহিত পরেই নিদারুণ শোকাবহ পারিবারিক দুর্ঘটনায়
আমি তাহার সহিত একেবারে সম্বন্ধবিরহিত হইয়া পড়ি—
প্রুফ ইত্যাদি দেখিয়া দিতে পারি নাই। ইহাতে অনেক
ভুল থাকিবার কথা এবং আছে তাহা আর আমার দ্বারা
সংশোধনের কোন উপায় নাই দেখিয়া পাঠকগণের দয়ার
উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। তাঁহারা ত্রুটি সারিয়া
লইবেন আশা।

গ্রন্থকর্ত্রী।

সূচীপত্র।

আমার এই পূজা।

(উৎসর্গ)

I can give not what men call love,
  But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
  And the heavens reject not

P. B. Shelley.

ধীরে অতি ধীরে যবে জীবন নির্ঝর
        মৃদু মন্দ বহি বহি
        কত বাধা বিঘ্ন সহি
নীরবে পড়িল আসি তোমার চরণে,
        সেই দিন গতি তার
        থামিল, কখন আর
ফিরিল না, সংসারের ঘূর্ণিত বাত্যায়।

করুণার বারিধারা ঝরিল তখন
        তোমার হৃদয় দিয়া,
        পাতিয়া কোমল হিয়া
যে আশ্রয় দিলে দেব, শান্তি অনিবার,
        সেই প্রীতি ছায়াতলে
        স্নেহের পবিত্র জলে
দীক্ষিত করিলে, দিয়ে নূতন জীবন।

সেইদিন যে জীবন হইল সঞ্চার
প্রতি পরমাণু চয়
নবীভূত সমুদয়,
নূতন জগতে তারে করিলে স্থাপন,
উজল সাহিত্য ভরে
সে রাজ্য শোভিত করে
বিকশিয়া কবিত্বের জীবন্ত কুসুম।

সে মাধুরীময় বিশ্বে আনন্দে বসিয়া
মন্ত্রপূত প্রাণখুলি
নয়ন তুলি
দূর শূন্যে, ভাসে কল্পনা সাগরে
তব উপদেশে হিয়া,
জ্ঞানের আলোক দিয়া
দেখালে যে পুণ্যভূমি, চিরদীপ্তি তার,

জীবনের নব যুগে তোমার শিক্ষায়
যে আলো লভিল চিতে
তার প্রতিদান দিতে
কি আছে ধরায়, দেব তোমায় পূজিতে
সংসারে কিছু নাই,
খুঁজিয়া হতাশ তাই,
নব জীবন সার ভক্তি, ভালবাসা,

অনন্ত উচ্ছ্বাস'ভরে আত্মার ভকতি,
ভালবাসা তার সহ
মাখি, পদে অহরহ
ঢালিয়া অতৃপ্তপ্রাণ, কিবা দিব আর,
পারিজাত ফুলহারে
পূজে ভক্ত দেবতারে,
নহে তাহা তব যোগ্য, নশ্বর কুসুম।

জগতে কিছুই নাই পূজিতে তোমায়,
অসীম প্রাণের আশা
ভক্তি প্রেম, ভাল
দিয়া পূজে অনুদিন, আরাধনা করে,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়,
আবার আবার তায়
অপূর্ণ বাসনা চিত্তে পড়ে উথলিয়া।

কল্পনা বিমানে চড়ি শূন্যে নীলিমায়
ভ্রমে প্রাণ নিশি দিবা,
তোমায় পূজিতে কিবা
আনিবে স্বরগ হতে ভাবি অবিরত
বহুদিন চিন্তা করে
ছায়াপথে গিয়া ধীরে
আনিয়াছে অম্বরের নক্ষত্র ভূষণ

ভক্তির দৃঢ় সূত্রে প্রাণের বাসনা
গাঁথিয়াছে তারাহার,
স্নেহ নেত্রে একবার
হের দেব, পরাইবে তোমার গলায়,
চরণে দিবে না আজি
অমর নক্ষত্র রাজি
বড় সাধ কণ্ঠদেশে করিতে অর্পণ।

অনুমতি দেও, প্রাণ আনন্দে তোমায়
পূজিবে, চরণতলে
বসি চিত্ত কুতূহলে
দিবে কণ্ঠে তার হার, তুমি ভক্তপ্রিয়,
দেব কণ্ঠে দিলে হার,
কিবা দৃশ্য হয় তার
দেখিবে ভকত তব ভরিয়া নয়ন।

একটী তারকা যেন, একটী জগৎ,
অযুত জগত দিয়া
তোমায় পূজিছে হিয়া,
লও দেব, ভকতের প্রীতি উপহার,
স্নেহ ছায়া পথ তব
উজলি নক্ষত্র সব
রহিবে অমরভাবে, পূজিতে তোমায়

"নীহারিকা" পূজা এই, ভক্তি নিদর্শন
আরাধ্য চরণ তলে
উপাসনা অশ্রুজলে
অর্পিয়া, আত্মার সহ পূজিছে জীবন,
এপূজা পার্থিব নয়
তুমি দেব, প্রাণময়,
কিঙ্করের ভক্তিচিহ্ন করহে গ্রহণ।

স্নেহোপহার।

(২৭ আশ্বিন ১৩০২)

প্রাণাধিক

শ্রীমান্ তারাকুমার

চিরজীবেষু,

"হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ বিধবার এক আশ
আলো দ্বীপ আঁধার সাগরে"।

জ্যোতির্ম্ময় তারালোকে ক্ষুদ্র তারা তুই
জীবন আলোক।

সর্ব্বস্ব গিয়াছে চলি তোরি তরে সই
এ দারুণ শোক,

কত তপ্ত অশ্রু ধারা মুছিয়া অঞ্চলে
জুড়াই দগধ শোক তোরে করি কোলে,
তোর হাসি, তোর কান্না, তোর আধ ভাষ
করিয়াছে মরুপ্রাণে সরসী বিকাশ।
দিনমান দ্বিপ্রহর বিজন সন্ধ্যায়
রজনীর অন্ধকারে তোরে চিত্ত চায়,
ব্রহ্মাণ্ডের শোভা যত হেরি তোরি মুখে
আয়রে প্রাণের প্রাণ, আয় "দাদা" বুকে।
সৌভাগ্য সম্পদ মাঝে আসিয়া ধরায়
বর্ষ এক পূর্ণ মাত্র, শোকের ছায়ায়

প্রথম জনম দিন সিক্ত অশ্রুনীরে,
ভূত গৌরবের কথা কাহিনী আকারে
পশিবে শ্রবণে যবে জ্ঞানের উদয়ে,
সুধাইবি কত কথা অভাগিনী দ্বয়ে।
অতীতের সুখ স্মৃতি নয়ন আসারে
মুছিয়া যাইবে যাদু, বর্ষ বর্ষান্তরে,
কি কহিব, কি শুনিবি ? সুধু হাহাকার
ভগ্নচিত্তে ক্রন্দনের ধ্বনি দোঁহাকার।
আজি তোর জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ করি,
বেঁচে থাক সুস্থদেহে, মার কোলভরি,
পেয়েছিস যার নাম, তাহারি মতন
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হস "তারা" ধন,
জ্যোতির্ম্ময় তারা ভাবে তুই ক্ষুদ্র "তারা"
মায়ের সান্ত্বনা—
তোরে বুকে রাখি খোকা, মুছে অশ্রুধারা
ভুলিয়া আপনা।

নীহারিকা।

আবাহন।

গৃহে এস জীবনের আনন্দ-আলোকি!
নিত্য সম্মিলন হাসি
বরষি, তামস রাশি
দূর কর বিরহের, চির প্রাণাধার!
তোমার দূরতা ক্ষণে সহে না আমার।

প্রতিভার পূর্ণভাতি, স্নেহ ঘনীভূত,
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি,
তোমাতে ডুবিয়া আছি,
তোমার(ই) শরীরী ছায়া আমি, এ অন্তরে
হৃদয়-বল্লভ এস—চিরদিন তরে।

তব দরশন রাজ্যে অমানিশা নাই,
প্রণয়ের সুষমায়
অবিরাম দীপ্তি পায়
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে,
সঞ্জীবনী প্রাণসুধা বরষ জীবনে।

প্রতি পদার্পণে তব বসন্ত বিকাশ,
ফুটে ফুল পরিমলে
হিয়া বনভূমিতলে,
তোমার সঙ্গীত ভরা স্বর পরশনে,
ঘুমন্ত হৃদয় তন্ত্রী বাজে কলস্বনে।

মানস বিহগ মম সে কণ্ঠ শুনিয়া
চিন্তায় জাগিয়া উঠে,
সে গীত লহরে ছুটে
গায়, প্রেম মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে
রঞ্জিত আশার মোহ খেলে চারিধারে।

প্রাণের মিলন দেশে, কল্পনা প্রবাহে
ভাবের কোমল কায়
সুখশিশু শোভা পায়
হৃদয়ের হৃদস্পেতে, শুধু দরশনে
নূতন জীবন স্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে।

প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন,
সে দর্শন-ইতিহাসে
অপূর্ব্ব কবিত্ব ভাষে,
অপার্থিব সম্মিলন, প্রীতি সম্ভাষণে
চিত্রিয় বাসনা স্বর্গ দেখায় জীবনে।

প্লাবিত সুখের সহ যাই হারাইয়া
শুনি পদধ্বনি তব
দূরে, বিকম্পিত সব
আজিও নয়নে মম, হিয়ার হিয়ায়
মিলনের ঐক্যতান বরষিয়া যায়।

ভুলে যাই বরষের আঁধার রজনী,
শশীশূন্য প্রতি যামে
সূর্য্যহীন দিনমানে
ঝরিছে যে অশ্রুনীর, তব দূরতায়,
দরশনে মুগ্ধ হিয়া কিছু নাহি চায়।

গৃহে এস জীবনের পার্থিব ঈশ্বর,
প্রাণ পুষ্পে আমরণ
পূজিব হে অনুক্ষণ,
আবাহন করি, এস, হৃদয়-মন্দিরে,
বিরাজি প্রেমের প্রাণ প্রতিকৃতি ভরে।

তুমি সমুদয়।

(নবধর্ম্ম)

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে"।

"Higher pantheism"

অযতনে শৈশবের জীবনপ্রবাহ
অনেক বরষ ধরে
প্রতিকূল বাত্যা ভরে
লক্ষ্যহীন পথ দিয়া চঞ্চল তুফানে
ছুটি ছুটি বয়ে বয়ে
ভীষণ তরঙ্গ সয়ে
ক্লান্তভাবে চলে গেল আশ্রয়বিহীন।
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, আঁধার সংসার,
কেহ না দেখিল হায়!
কেহ না জানিল তায়
একটী আলোক রশ্মি হলো না পতন
প্রভাত জীবন দিয়া,
নিরাশ্ব পূরিত হিয়া
বুঝিল না জগতের মঙ্গল নিয়ম।

সেই যুগে, সেই পথে, তোমার দর্শনে—
নূতন জীবন হলো,
সেদিন আর না রলো
দ্বিতীয় জনম পুনঃ হইল তাহার,
মন্ত্রপূত করাইলে
পিতৃসম শিক্ষা দিলে
দেখাইলে নবরাজ্য, নূতন মাধুরী।
তবস্নেহে যে জীবন হইল আবার
তাহার মঙ্গল তরে
অনুদিন চিত্ত ভরে
দিলে দেব জ্ঞানালোক অজস্র ঢালিয়া,
তুমি গুরু, তব দান
পবিত্র নির্ম্মল জ্ঞান,
তোমার কৃপায় আজি নূতন জীবন,
শিক্ষার জনক তুমি, উপদেশে গুরু,
স্নেহে স্নেহময়ী মাতা
জুড়াও হৃদয় ব্যথা,
রোগশয্যা তব স্নেহে শান্তি নিকেতন,
শুশ্রূষায় সখীসম
চিন্তায় বিষাদতম
চিরদূর, মৃত্যুছায়া আসে না নিকটে।

ভাবিয়া পূজিয়া তোমা হৃদয় মন্দিরে
স্থাপিয়াছি ভক্তি করি,
মূর্ত্তিমান শোভা ধরি
আলো করিয়াছ দেব, আঁধার অন্তর,
অবিশ্বাস ছায়া আসি
অনন্ত বিশ্বাস রাশি—
নাহি ঢাকে, একদিন, পূজি অবিরল।
তুমি প্রভু, ভকতের চির আরাধনা,
তোমারে পূজিয়া প্রাণ
নূতন ধর্ম্মের জ্ঞান
লভিয়াছি, পৌত্তলিক-অন্তর ভরিয়া,
তোমার পরশ ভরে
শূন্যতা গিয়াছে সরে,
জীবনের নবধর্ম্ম শোভার আধার।
বিশ্বপ্রেম মূলমন্ত্র, আত্ম বিস্মরণে
পরহিত সার করি
তোমায় হৃদয়ে ধরি
বিপুল সংসার সিন্ধু হইব হে পার;
বিলাপ বিষাদ নাই
চিন্তায় নিয়ত তাই
দেখি পরকাল যেন, অন্তিম আশ্রয়।

তুমি দেব চিন্ময়, ভকত বান্ধব,
যে মানসে আছ তুমি
নহে তাহা মরুভূমি,
ফল ফুলে সুশোভিত আসন তোমার,
তব স্পর্শে শান্তিধার
বহে প্রাণে অনিবার
তোমার চিন্তায় নাই সন্তাপ কখন,
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সহায় সম্পদ
তুমি নাথ সমুদয়,
জীবনে জীবনময়,
তোমার অস্তিত্বে দীন কিঙ্কর জীবিত,
তোমাতে পূর্ণিত হিয়া
আত্ম বলিদান দিয়া
লভিয়াছি যেই প্রীতি অনন্ত অমর,
প্রাণে তোমার ছায়া জাগ্রত দেবতা,
নয়ন মুদিয়া ধীরে
হৃদয়ের চারিধারে
দেখি বিদ্যমান তুমি, শরীরী মূরতি,
আত্মাময় যোগ ধ্যানে,
অনুভব প্রাণে প্রাণে
প্রত্যক্ষ দর্শন তাই পেয়েছে ভকতে।

পার্থিব জীবন আর নাহিত এখন,
তব উপাসক আজি
বিমল কিরণ রাজি
নিরথে মানস ভরি, তুমি সমুদয়,
তোমাতে জীবিত হয়ে
আছি যে জীবন লয়ে
তাহার সকল তুমি, ওহে প্রাণধার।

যমুনা।

প্রভাতের ভানু ছটা উষার আলোকে
যমুনার নীল অঙ্গে
প্রথম পরশে রঙ্গে
পূরব অম্বর শির —সুদূর—ছাড়িয়া
কৌতুক তরঙ্গ নীলা পড়ে গড়াইয়া।

স্বপ্নমাখা নীলরূপে বিগত কাহিনী
হেন চির শোভা তরে
আজিও উজ্জ্বল করে,
পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত যমুনার ছায়
উদিত তপনে নিত্য দেখাইতে চায়।

দীপ্তিমান সৌভাগ্যের সেদিন অতীত
খুঁজিলে যমুনা প্রাণে
মিলিবে না বর্ত্তমানে,
ভারতের ইতিহাস আর্য্যের গরিমা,
বিলুপ্তস্মৃতির ছবি জাহ্নবী যমুনা।

আঁধার সৈকত ভূমি, ভগন শ্মশান,
দীপমালা নির্ব্বাপিত,
হাহাকারে পরিণত
স্নিগ্ধ সমীরণ, সুধু আকুল ক্রন্দনে
প্রতিধ্বনি তীরে তীরে জাগে রাত্রিদিনে।

তার ভগ্ন কণ্ঠধ্বনি করিয়া বিদার
উচ্ছ্বাসে যমুনা তুমি
কাঁদ নিতি, আর্য্যভূমি
পারিবে না জাগাইতে, সুধুই রোদন,
কেহ নাহি মর্ম্মব্যথা করিবে মোচন।

শ্যামের বাঁশরী রবে উজান বহিয়া
কল্লোলে ছুটিয়া যবে
যাইতে, গোপিনী সবে
শুনাতে প্রণয় তত্ত্ব, রাধিকার প্রাণে
উন্মাদ করিয়া তুমি ঢালিতে যে গানে

সে গান গিয়াছ ভুলে স্মরণে এথন
জাগে না সে প্রেম গীতি,
কেবল অতীত স্মৃতি
বহিছ মৃদুল তানে, ক্ষীণ কণ্ঠ রবে
কেমনে ঘুমন্ত ভূমি আজি জাগাইবে ?

নীরব শোকের দৃশ্য করিয়া বহন
বহিও না তুমি আর,
ভারত শ্মশান সার,
অপূর্ব্ব ও নীলরূপ লাগে না নয়নে,
তবে কেন আজ নদি, বহিছ স্বননে ?

বিলুপ্ত হইয়া যাও ধরণী শরীরে
নীর দেহ মাটী অঙ্গে
লুকাবে বিস্মৃতি সঙ্গে,
আর চাহিব না মোরা যমুনা তোমায়,
পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইতে ভারতের গায়।

কি গাহিলে ?

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"।

আকুল করিয়া
কি গান গাইলে সখে, আজি এ নিশায় ?
জাগিল ঘুমন্ত হিয়া
সুখস্বপ্ন পরশিয়া
স্মৃতিময়ী, মোহভাঙ্গা তোমার সঙ্গীতে
সহসা আলোক রশ্মি প্রবেশিল চিতে।

হিয়ার ভিতর
যুগান্তের অন্ধকার উঠিল হাসিয়া
বারিদে চপলা সম,
আনন্দে নয়ন মম
ঝরিল, প্লাবিয়া প্রাণ, সঙ্গীত লহরী
অতীতের স্বপ্ন কথা আনি দিল ধীরি।

সুদীর্ঘ বরষ—
শত চিন্তাস্রোতে ভাসি গিয়াছি যখন,
একদিন তার সনে
ভাবি নাই নিরজনে
তোমার এ সুধা গীত, আত্মা চূর্ণকর
কি কহিলে প্রাণে প্রাণে এতদিন পর ?

সঙ্গীত কিরণ
ঢালিয়া অন্তরতম কেন সরাইলে ?
এ সুখ জ্যোছনা ধার
প্রাণে যে সহে না আর,
হাসিতে নয়নে অশ্রু আসে অবিরল,
সুখের অশান্তি প্রিয়, তোমার এ গান।

কাঁপিল হৃদয়—
ত্রিদিব মঙ্গল বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
অবিশ্বাসী অন্ধজনে
পারে না আঁকিতে মনে
পুণ্যের বিমল ছবি, জীবনে কখন,
সব তার অন্ধকার, ভ্রান্তির স্বপন।

আমি যে অধম,
কেমনে বুঝিব হায় অমর কাহিনী ?
আত্ম অভিমান লয়ে
সদা রহি মুগ্ধ হয়ে,
আপন গৌরব মগ্ন দুর্ব্বল অন্তরে,
ভাবিনি তোমার চিত্ত একদিন তরে

আজি এ সঙ্গীতে
প্রেম মন্দাকিনী বারি করিয়া সিঞ্চন
দেখালে মুক্তির দ্বার,
দূরে গেল অন্ধকার,
অজ্ঞান ' প্রাণময় উঠিল কাঁদিয়া,
নীরব পূর্ণিত স্নেহ বুঝেনি ভাবিয়া।

এত দিন পরে
সত্যের মহান্ গীতি করিয়া শ্রবণ
পবিত্র হইল হিয়া,
অযোগ্যতা দূরে গিয়া
উচ্চশির অবনত হইল এবার,
বৃথা গর্ব্ব চিরতরে করি পরিহার।

জীবন সম্মুখে
স্বচ্ছ দরপণ সম রাখিব পাতিয়া
তোমার এ গীতস্বর,
অনুরাগে নিরন্তর
হেরিব তোমার হিয়া প্রতিবিম্বে তায়,
আমরণ, কভু ভ্রান্ত হইব না হায়

তোমার এ গান
যাদুকর দণ্ডসম পরশি হৃদয়
সৃজিয়া নূতন ভব
শত দৃশ্য অভিনব
নয়ন সমীপে আজি ধরিল আম ,
কি গাইলে, ডুবাইয়া, স্নেহ-পারাবার।

অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
যেই জ্ঞান শিখাইলে পার্থিব জীবনে,
ভক্তি প্রীতি পরিত্রাণ,
আর না চাহিবে প্রাণ,
অন্তিমে তোমার এই গীত মনোহর—
শুনাবে ঈশ্বর নাম আত্মার ভিতর।

পাগল করিয়া
কি গান গাইলে সখে, আজি এ নিশায়
জাগালে ঘুমন্ত হিয়া
সুখস্বপ্ন বরষিয়া,
ভাবি নাই, শুনিনাই, এমন সঙ্গীত,
কি কহিলে প্রাণে প্রাণে আলোকিয়া চিত্ত!

আয়।

'Best and brightest come away,
Fairer far than this fair day
Which, like thee, to those in sorrow
Comes to bid a sweet good morrow.
P. B. Shelley

১

পূরবে ফুটিল রবি
আশার কনক ছবি,
বিহঙ্গম গায়,
জাগিল প্রকৃতি রাণী
মাধুরী বদনখানি,
আঁখি মেলি চায়,

২

তরুলতা ফল ফুলে
কয় কথা দুলে দুলে
প্রভাত পরশে,
সমীরণ হেথা সেথা
সুরভি কুসুম-গাথা
মধুরে বরষে।

৩

তারকার নৈশগীতি
শিশির মুকুতা পাঁতি,
হাসে দূর্ব্বাদলে,
বিশ্ব অঙ্গে দিবা ভাসে
সরব স্বপন শ্বাসে
মুগ্ধ জীবকুলে।

৪

মুছিয়া নিশার তম
ঊষার কিরণে মম
জাগরিত হিয়া
তোমা লাগি, প্রতীক্ষায়
দাঁড়াইয়া—পথ চায়
আশা, স্মৃতি, নিয়া।

৫

আয় লিপি প্রাণাধার
ভাব-শিশু সান্ত্বনার,
বাসন্তী-শোভায়,
ফুটন্ত গোলাপ হাস
প্রতি বাক্যে পরকাশ
স্নেহের ভাষায়।

৬

শুভ্রদেহে মসি রেখা
যেন কৃষ্ণ কেশ-ঢাকা
    ললাট উদার,
কভু বা লোহিত রাগে
সুরঞ্জিত, চিতে জাগে
    চিন্তাগুলি তার।

৭

শারদ চন্দ্রমা ভাতি
উথলিত নিতি নিতি
    কমনীয় করে,
প্রেমের উচ্ছ্বাসময়
ছন্দহীন কবিতায়
    প্রতিধ্বনি করে।

৮

বরিষার ধারাপাতে
বিজলি চমক, তাতে
    মৃদু গরজন,
তোমাতে বিকাশ সব,
বসুধা সৌন্দর্য্য নব
    প্রাণের লিখন।

৯

তারা রূপে নীলাম্বরে
অসংখ্য জগৎ, শিরে
জোনাকীর হার।
ধরাকাব্যে প্রস্ফুটিত,
ত্রিদিব সম্পদ যত
তুমিরে আমার।

১০

প্রাণ ভরা অভিলাষ
পূরাইয়া নিত্য আস
ভালবাসা নিয়া
দূরতার ব্যবধানে
ভূত স্মৃতি বর্ত্তমানে,
প্রতিদান দিয়া।

১১

বিমানে, শ্মশান ভূমে,
বিচ্ছেদ চিতার ধূমে,
শোকের ছায়ায়,
যখন যে ভাবে রই,
নাহি কেহ তোমা বই
জীবন জুড়ায়।

১২

"ভাল আছি" দুটি কথা
অবিরাম মধুরতা,
কুশলে তাঁহার,
তাই চাহি শুনিবারে,
তাই শুনে এ সংসারে
আনন্দ অপার।

১৩

কুশল বারতা বই
এস, মোর প্রাণে রই
হসিত অরুণে
সুমঙ্গল সমাচার,
ব্রহ্মাণ্ডের সুখসার
"ভাল আছি" তানে।

১৪

আয় লিপি হেলি দুলি
প্রভাত পবনে, ভুলি
শূন্যতা আঁধার,
কাঞ্চনপ্রতিম ভাষা
শুধু, পূর্ণ ভালবাসা
হস্তাক্ষর তার।

কবি জয়দেব।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো—
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।"

১

অনন্ত বসন্ত অনন্ত যৌবন
পারিজাত শ্বাস
পিক কুহরণ
ফুলে ফুলে ভরা
সৌরভিত ধরা
তোমার সঙ্গীতে, জয়দেব কবি!

২

সুললিত ছন্দ, ভাষা পরিমল
ভাবের উচ্ছ্বাসে
ফুল্ল শতদল,
বীণাপাণি তায়
পদ না ছোঁয়ায়
অভেদাত্মা প্রেমে রাধা কৃষ্ণ ছবি।

৩

সাহিত্য ললাটে চির দীপ্তিমান,
তোমার কবিত্বে
যমুনা উজান
আজো যায় বয়ে
বাঁশরী বাজায়ে
"রাধা" "রাধা" স্বরে উন্মাদ লহরী।

৪

গোকুল বিপিনে অদৃশ্য নিশ্বাসে
গোপিকা হৃদয়
আজো শ্যাম শ্বাসে
আকুল ভ্রমণে
স্মৃতির স্বননে
তরুকুঞ্জ মাঝে নিশীথে বিহরি।

৫

"জয়দেব" নাম সার্থক তোমার,
জয় জয় রবে
পূরিত সংসার
অপরূপ গীতি,
আপনি ভারতী
তব কাব্যোচ্ছ্বাসে জীবন্ত ভাবিণী।

৬

হিয়া কোকনদে পাতিয়া আসন
বিরাজেন দেবী
তোমাতে জীবন,
মানস-শোভায়
গোবিন্দ গাথায়
প্রেমে সরস্বতী কবিতা রূপিণী।

৭

শ্যাম মহাতীর্থে রাধা সন্দর্শনে
শ্রীদাম সুদাম
ব্রজবালা গণে
পথ দেখাইতে
অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
গাইয়াছ তুমি চারু পদাবলী।

৮

পরমাত্মা সনে জীবাত্মা মিলন
রাধা কৃষ্ণ রূপে,
পুণ্য বৃন্দাবন
রচিয়া লীলায়
দেখালে ধরায়
ভকতির তত্ত্বে শুনায়ে মুরলী।

৯

যুগ যুগান্তর যাইবে বহিয়া
অমর মন্দিরে
তোমাকে লইয়া
বিষ্ণুভক্তগণ
হরি দরশন
লভিবে, অনন্তে নির্ব্বাণ মুকতি।

শরীরী স্মৃতি।

১

দীর্ঘ বরষের স্মৃতি!
হৃদয়ের সাঙ্কেতিক ভাষা,
প্রাণের পরশ সুখ
একতা-মণ্ডিত বুক
ভবিষ্যত মিলনের আশা।

২

কৃষ্ণপক্ষ বিজড়িত
বিরহের আঁধার অন্তরে
অতীতের পৌর্ণমাসী
গ্রহতারা সূর্য্য শশী
সমুদিত একই শরীরে।

৩

আধ অশ্রু আধ হাসি
আজিকার দিবস নিচয়
স্বপন কুহক মাখি
কল্পনায় চিত্র আঁকি
ভূত সনে মধুরে মিশায়।

৪

শব্দশূন্য বাক্যহীন
নিরিবিলি হিয়ার দুয়ারে
প্রণয়ের প্রতিধ্বনি
মমতার সঞ্জীবনী
প্রাণপূর্ণ শকতি সঞ্চারে!

৫

কষিত কাঞ্চন তনু
পরশনে বিশ্ব উদ্‌ঘাটিত
নয়ন সম্মুখে যেন,
রঞ্জিত ব্রহ্মাণ্ড হেন
সেইদিন, চিত্তে বিভাসিত।

৬

হাস্যময় গত দৃশ্য
একে একে ছবির মতন

স্মৃতির মানসে ফুটে
প্রীতির তরঙ্গে ছুটে
চঞ্চল সে বিদ্যুত বরণ।

৭

হৃদি তন্ত্রে ভগ্ন বীণা
ঝঙ্কারিয়া সহসা শুনায়
আকাঙ্ক্ষার মোহগীত;
চকিতে উন্মাদ চিত
সে সঙ্গীত পরাণে জড়ায়।

৮

অযাচিত প্রতিদান,
স্নেহনীরে—মহাসিন্ধু ধায়
বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি
জীবনের বেলাভূমি
ভাসাইয়া অনন্ত ধারায়।

৯

বসি অকূলের কূলে
সে লহরী গণিতে প্রয়াসী
বিন্দু আমি, ডুবে যাই
অসীমে পরিধি নাই
প্লাবিত মগন সুখ রাশি।

১০

বিচ্ছেদের অন্তরালে
সম্মিলন-আকুল পিয়াসা
অনুভব স্মৃতি-যোগে
অশরীরী উপভোগে
পরিতৃপ্ত আজন্মের তৃষা।

১১

জগতের বিনিময়ে
আপন সর্ব্বস্ব বিলাইয়া
মিলেনা ললাটে কার
এবিভব সারাৎসার
চিরতরে দেহ উজলিয়া।

১২

কনকে গঠিত চারু
আভরণ চিহ্ন অবিনাশী
প্রেম-প্রতিরূপী ছায়া
কেশ-বিরচিত কায়া
অঙ্গে মম ছিলো পরকাশি।

হাসির তরণী।

সুখদ প্রভাত বায়
মৃদুল হিল্লোল ধায়
কবিত্ব সাগর নীরে
আনন্দে ভাসিছে ধীরে
হাসির তরণী মম, কে আসিবি আয়,

কে চড়িবি আয় ত্বরা
এ তরণী হাসি ভরা,
তুলি সোহাগের পাল
ধরিয়া প্রেমের হাল
নেচে, নেচে, ভেসে যাবি জীবন খেলায়,

এ তরণী আরোহিলে,
হাসিকণা পরশিলে
বিষাদ রহে না প্রাণে,
মিলনের "সারি" গানে
কেটে যায় দিন, রাত, স্বপন্ শয্যায়।

প্রভাতে তপন আসি
নিত্য নব কর রাশি

উপহার দেয় ঢালি,
কুসুম দীপক জ্বালি
রাখি যায় নিরন্তর কিরণ শোভায়।

এ বড় সুখের ঠাঁই
বিরহ, বিলাপ নাই,
দিবসে বসন্ত বয়,
নিশীথ শরতময়,
নন্দন-সুরভিমাখা তরণী আমার।

চির পূর্ণিমার নিশি
অবিরাম পরকাশি
মাধুরী তরঙ্গ ভরে
কৌমুদী প্লাবিত করে
নাচায় হাসির তরী, কবিত্ব সাগর।

কে আসিবি ছুটে আয়
তরণী ভাসিয়া যায়
জ্যোছনা প্রপাত দিয়া
প্রতিবিম্বে হাসাইয়া
সৌন্দর্য্য পিপাসামত্ত প্রেমিক সংসার।

তানে তানে বহি দাঁড়
নাচায়ে রজত ধার

সুখে যাবি গান গেয়ে
শশাঙ্ক হাসিবে চেয়ে
রঞ্জিবে সে গীতস্বরে নীল পারাবার।

আয় সবে তাড়াতাড়ি,
তরণী রাখিতে নারি,
কিবা দিবা, কিবা রাত
অজস্র সঙ্গীত-পাত,
নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, সকলি সমান।

এস সখে প্রিয়তম
হাসির তরণী মম,
নিরখিলে শোভা তব,
আবার নূতন ভব—
রচিবে কল্পনা, হাসি দোঁহার কারণ।

ভালবাসা তোমা লাগি
প্রতিনিশা জাগি জাগি
শুনাবে প্রণয় গীত,
আলিঙ্গন-মুগ্ধ-চিত্ত
তোমার পরশে পাবে অমর জীবন।

নীলাম্বর প্রান্ত খুলে
দিবে ছায়া কুতূহলে,

কভুবা রবির কর
কভু ফুল্ল শশধর
উজলিবে উতশির আলোক মালায়।

তুমি সখে হাল ধরে
রবে তরী দীপ্তি করে,
আমি সুখে দাঁড় লয়ে
তব মুখ তাকাইয়ে
বহিব হাসির নৌকা মিলন প্রভায়।

কত আশা, কত সুখে
ফুটিবে তোমার মুখে,
আহ্লাদে পবন ভরে
তব দীর্ঘকেশ উড়ে
ঢাকিবে বদন ক্ষণে রূপের ছায়ায়।

চির দিন চেয়ে আঁখি
পলক সুদূরে রাখি
নব প্রেম গাঁথা দিয়া
তোমাকে হে সাজাইয়া
হেরিব প্রাণের মোহে যুগ যুগান্তর।

দূর করি ব্যবধান
সৌন্দর্য্যে খুলিয়া প্রাণ

এস সখে, ত্বরা করি
হাসির তরণী চড়ি
চল আজি ভেসে যাই মরণের পার।

তোমাকে হে সাথে নিয়ে
প্রফুল্ল হৃদয় দিয়ে
নিমন্ত্রণ করি সবে;
দু'জনার সাম্য রবে
ঝঙ্কারি জাগিবে সুপ্ত বিশ্ব চরাচর।

আনন্দের কোল হলে
দশ দিক পূর্ণ হলে
সুকুমার শিশু কত
আসিবে হে অবিরত
পুলক উচ্ছ্বাসে হৃদি মোহিয়া দোঁহার।

দু' একটী শিশু তার
স্নেহে করি কণ্ঠহার,
উভয়ে যাইব ভেসে
অনন্ত-জীবন দেশে
বিজয় কেতন তুলি হাসির নৌকায়।

ভাই বন্ধু তীরে রবে
বিশ্ববাসী নিরখিবে

কবিত্ব সাগর নীরে
সাঁতার ভুলিয়া ধীরে
মগন হইব দোঁহে সুখের খেলায়।

কে চড়িবি আয় আয়
সময় বহিয়া যায়—
হাসির তরণী মম,
এস সখে, প্রিয়তম
হেসে হেসে মরে যাই তোমায় আমায়।

সন্ন্যাসী গায়ক।

(স্থান মাহেশ গিরি সম্মুখে শিবমন্দির,
পার্শ্বে নির্ঝরিণী।)

সায়াহ্ন অম্বর গায়
ভানু অস্তমিত প্রায়
স্থির শোভা ধরিয়াছে সকল ভুবন,
দেখিতে দেখিতে আলো
দিগন্তে মিশিয়া গেল
ডুবিল নীলিমা বক্ষে প্রদোষ তপন—

মৃদুল সমীর ধীরে
পরশি নির্ঝর নীরে
সোহাগে কাঁপায়ে, সুখে চঞ্চিল আপনি,
স্তব্ধ বসুধার প্রাণে
স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে
জাগায় নিশীথ স্মৃতি, বিলাপ কাহিনী।

শান্তির আশ্রম যেন
সকলি নীরব হেন,
সাঁঝের অচল শোভা নয়ন লোভন,
শিরোপরি নীলাম্বর
অসীমতা মোহকর,
পদতলে বসুমতী পুলকে মগন।

হেন সান্ধ্য শৈলশিরে
একটী যুবক ধীরে
আরোহী, বিষন্ন নেত্র করি প্রসারণ
নিরখিছে শোভারাশি
চিন্তার আবেগে ভাসি,
সান্ধ্য প্রকৃতির সনে মিশায়ে জীবন,

প্রশান্ত ললাটে লেখা
শতেক বিষাদ রেখা,
বিশাল লোচনে চিন্তা, নৈরাশ্যে জড়িত,

সন্ন্যাসীর গৌর আভা
গৈরিক বসন শোভা,
অরঞ্জিত দীর্ঘকেশে বদন মণ্ডিত।

গিরিশির নিরজন
তাহে শিবালয় হেন
নিরখিয়া, সন্ন্যাসীর চকিত হৃদয়,
"কেবা সে মন্দিরবাসী
কেন এ নির্জ্জনে আসি
রহিয়াছে," জানিবারে বাসনা উদয়,
ভাবিতে ভাবিতে হিয়া
নিরাশায় উথলিয়া
প্লাবিত করিল স্মৃতি, যুবক অন্তরে—
গত জীবনের কথা
নিরাশ প্রণয় ব্যথা
নিবারিতে ভ্রমে কেন পর্ব্বত প্রান্তরে ?

"জীবন বসন্তে গেহ
ছাড়িয়া স্বজন স্নেহ,
কার তরে নাহি শান্তি জীবনে তাহার,
পথে পথে দিন যায়
কেবা স্নেহে মুখ চায়,
প্রেম প্রতিদানে কেন শোভেনা সংসার ?"

অন্যমনে এ চিন্তায়
ভাসি, বিশ্ব রচনায়—
পরক্ষণে ভুলি গেল, আপনার হিয়া,
প্রভাসিত চন্দ্র করে
হেরে শান্ত গিরিবরে—
রঞ্জত পূর্ণিমাভাতি সীমান্ত ভরিয়া—

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হেরি
সন্ন্যাসী মোহিত, স্মরি
অনাদি মহিমা, স্তবে মধুর সঙ্গীত—
যুবা উচ্চকণ্ঠে ধ[illegible]
বসুধা মানস ভরি
উঠিল সে নৈশগীতি করি চমকিত।

ক্ষুদ্র বাতায়ন কু[illegible]য়ে
চন্দ্র কর মাথাইয়ে
প্রতিধ্বনি সেইস্বর লইল মন্দিরে,
মন্দির বাসিনী বালা
সহিছে অনন্ত জ্বালা,
এগীত পশিল তার মরম মাঝারে?

চিরশূন্য শৈলে কেন
সহসা সঙ্গীত হেন,
আশা[illegible]য়াবিনী তাহে ভ্রান্ত করিবারে,

অভাগী বাহিরে আসি
দেখিল চন্দ্রমা হাসি,
কৌতুকে নিশ্রীথে যেন দিবস সঞ্চারে।

বর্ষব্যাপী শূন্যতায়
শোভে না অচল গায়
মানব মূরতি, আজি কেন এ নিশায়?
মোহন মানব ছবি,
অপরূপ দৃশ্য সবি
হেরি অভাগিনী চিত্ত চঞ্চল চিন্তায়,

নৈকট্যে হেরিবারে
উদাসিনী ধীরে ধীরে
সন্ন্যাসী-সমুখে আসি দাঁড়াল যেমন
নয়নে প্রাণের আলো
দৃষ্টিমাত্র বিভাসিল
যুবকের প্রতিকৃতি আত্মায় কেমন;

অন্তরের মর্ম্মমাঝে
দেখিল সে মুখ রাজে,
অপ্রত্যয়, সন্দেহের ছায়া বিদূরিত,—
ভাবি, নিজ প্রাণেশ্বরে
আশার আনন্দ ঘোরে
চেতনা বিলয় ক্রমে, মোহ সমাগত।

সন্ন্যাসীর পদমূলে
অনাথিনী সব ভুলে
মূর্চ্ছায় পতিত, যুবা চমকিত হিয়া,
নীলপদ্ম পর্ণ আঁখি
হিমাংশু কিরণ মাখি
ভাতিল সে মুখোপরে স্মৃতি জাগাইয়া,

ঘুরিল মস্তক তার—
আকুল নিশ্বাস ভার,
উন্মাদ স্বপনে যেন, শূন্য সম্বোধিয়া
ব্যাকুল প্রাণের কথা
প্রেয়সীর নির্ম্মমতা
কহিতে লাগিল, যুবা আপন ঢালিয়া,

প্রিয়তম পরশনে
প্রণয়ের আলিঙ্গনে
চেতনা অমনি আসে, অভাগিনী প্রিয়া,
পতিমুখে সে কাহিনী
শ্রবণে অধীর ধনী—
শুধু দৃষ্টি, বাক্যহীন নয়ন মেলিয়া,

ভালবাসা, পরিণয়ে—
প্রতিদান না পারিয়ে
যৌবনে সন্ন্যাসী যুবা, নিরাশ কল্পনা,

অকালে জীবন তার
করিয়াছে অন্ধকার,
পথে পথে ভ্রমে, ভ্রান্ত-নৈরাশ্য-যন্ত্রণা,

গভীর প্রেমের বাণী
লাজে কহিতে না জানি,
"পুষ্পবতী" পরিত্যক্ত প্রথম যৌবনে
"মাহেশ পাহাড়ে" সতী
পূজে নিত্য পশুপতি
স্বামীর মঙ্গল তরে, ছাড়ি পরিজনে।

"প্ৰ বিতী প্রিয়তমা
প্রেমিকের আরাধনা
আজি দোঁহাকার এই অচল মিলন
যে নব পরিণয়,
ভালবাসা দুজনায়
অনুরাগে করিতেছে আবার নূতন,

"একবার কহ প্রিয়ে,
পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে,
ভুলিয়াছ গত কথা, শুনি তব মুখে
আজ প্রিয়সম্ভাষণ,
তোমাতেই নিমগন
এহৃদয়, দূরতায়, তুমি স্মৃতিবুকে।"—

বলিতে বলিতে স্বর
যুবকের, রূপান্তর,
ক্রন্দন কল্লোলে ধ্বনি, উঠিল অম্বরে,
সন্ন্যাসীর শোকরব
ছাইল দিগন্ত সব,
জীবনে মরণছায়া ঢাকিল অচিরে,

প্রাণপতি সম্মিলনে
আনন্দের প্রস্রবণে
ভাসিয়া গিয়াছে "পুষ্প" মন্দাকিনী তীরে,
সতীত্ব সুরভিশ্বাসে,
যেই প্রেম পরকাশে,
বিকশিত জীবনের অনন্ত আধারে।

"পুষ্পবতী" মৃত্যু পার
সতীর গৌরব তরে
দেবেশ মন্দির প্রান্তে তরু কুসুমিত—
জনমিল দৈববরে,
বসন্ত মাধুরী ধরে,
নবীন "অশোক" দেহ চির পল্লবিত।

সেই অশোকের ছায়
বসি, অবিশ্রান্ত গায়
সন্ন্যাসী গায়ক, আজো শূন্য বিদারিয়া

ভাসি যায় সমীরণে
উন্মত্ত সে শোকতানে
আকুল করিয়া যেন পথিকের হিয়া,

বহুকাল রাজস্থানে
চৈত্র সংক্রান্তির দিনে
"পুষ্পবতী বৃক্ষে" নীর করিতে সিঞ্চন—
শত পতিব্রতা নারী
আসিত রে সারি সারি
বৈধব্য যাতনা যাহে না হয় কখন!

সহেনা আমার।

নিদাঘ সায়াহ্ন কালে
সন্ধ্যার কিরণ কোলে
হাসিছে মৃদুল হাসি ধরা রূপবতী,
ডুবিতে অচল শিরে
বারেক চাহিছে ফিরে
শিথিল নয়নে ভানু প্রকাশিয়া ভাতি।

অস্তগত রবিকর
নির্ঝর সলিলোপর
শোভিছে সৌন্দর্য্য ভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া

তরল নির্ঝর প্রাণে
দীর্ঘ দিবা অবসানে
সুখের উচ্ছ্বাস বহে নাচিয়া নাচিয়া।

স্ফুকরনীর গায়
যেন ইন্দ্র ধনু প্রায়,
নির্ঝরিণী নেত্রে আর থাকে না তখন,
দূর হতে নিরখিয়া
আনন্দে দর্শক হিয়া
ভ্রান্তির আবেশ ভরে হয় নিমগন।

আমি—
ক্লান্ত প্রাণে ম্লান আঁখি
এ হেন শোভায় রাখি
দেখিতেছিলাম যবে সুদূরে রহিয়া,
রাখাল শিশুর গান
উদাস করিয়া প্রাণ
মোহিল আকুল চিত্ত, পাগল করিয়া।

একবার আরবার
তরল সে গীত ধার
সেবনে বিস্মৃতি নীরে হইনু মগন,

অন্তিমের হাসি মত
বিষাদের চিন্তা যত
নীরবে হৃদয়ে মম জাগিল তখন।

বিষাক্ত অমৃত সম
শিশুকণ্ঠে নিরুপম
কি যেন মিশায়ে দিল জীবনে আমার
শৈশবের স্মৃতি রেখা
মর্ম্মতলে দিল দেখা
চিন্তা স্রোতে উথলিল হৃদি পারাবার।

ভ্রান্ত পথিকের মত
আশা ভরে অবিরত
চলিতে লাগিনু, হায়! জানি না কোথায়,
নিরজন চারিধার
নয়নে কিছু না আর
ভাতিল, সঙ্গীত মুগ্ধ করিল আমায়।

চলিতে চলিতে ধীরে
শান্ত ভাগীরথী তীরে
কেমনে আসিয়া একা বসিনু, তথায়,
সুধাস্বরে উথলিয়া
বহিছে জাহ্নবী হিয়া
রজত চন্দ্রমা হাসি বিভাসিয়া তায়

শিরোপরি নীলিমায়
তারামালা শোভা পায়
কৌমুদী তরঙ্গে ঢালি পূর্ণিত যৌবনে
বিমল কিরণ পাতে
মিলনের সুখ ভাতে
শশাঙ্ক মোহিত প্রাণ, প্রিয়া আলিঙ্গনে।

ভাগীরথী পূতনীরে
নাচিয়া বাহিয়া ধীরে
পুলকে তরণী কত যাইছে ভাসিয়া,
তাপিত-বিরহ পরে
প্রবাসী ফিরিছে ঘরে
প্রিয়তমা পরশন মানসে ভাবিয়া।

কি মদীরা মোহকর
আজি এই সুধাকর
উন্মাদ করিল সুখে হৃদয় আমার
নিদ্রা কি স্বপ্নের ঘোর
সহসা ভাঙ্গিল মোর
সৌন্দর্য্য প্লাবনে স্মৃতি জাগিল আবার,

কহিনু উন্মত্ত স্বরে
পূর্ণিমার শশধরে
"মেঘজালে ঢাক চন্দ্র কিরণ তোমার,

সহে না সহে না শশী
তোমার এ উপহাসী
আঁধারে ছাইয়া রশ্মি জুড়াও সংসার ;

পতিত পাবনী বালা
জাহ্নবী সৌন্দর্য্যলীলা
করো না মা ভারতের জলন্ত শ্মশানে,
পুণ্যময় আর্য্যভূমে
গৌরবের চিতা ধূমে
কিছু নাহি অন্ধকার, জাতীয় জীবনে।"

ফুলে ভুল ! *

(উপহার)

১

প্রদোষ অম্বরে
আধ রশ্মি, আধ ছায়া,
অস্তগামী ভানু কায়া
স্তিমিত অলসে,

---

* প্রবাসী স্বামীকে ভাবিতে ভাবিতে পতিপ্রাণা পত্নীর এক দিনের রাত্রি।

সাঁঝের কিরণ—
হেথা, সেথা, দূরে কাছে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা জ্বলিতেছে
কনক আভায়।

লোহিত বরণে
প্রকৃতি সেজেছে ভাল,
সব তনু লালে লাল
গোধূলি চুম্বিয়া।

সৌন্দর্য্য পরশে,
বসুমতী আত্মহারা,
একটী সন্ধ্যার তারা
হাসে নভশিরে।

মাধুরী প্লাবনে
ধরাতল গেছে ভেসে
লাবণ্য হিল্লোলে হেসে,
রঞ্জিত সন্ধ্যায়।

ফুটন্ত কুহকে—
মুগ্ধ নেত্র, মুগ্ধ হিয়া
ক্ষণতরে মিশাইয়া
ছিলাম বিভোর।

সহসা কেমনে
ভাঙ্গিল চমক মোর
দূরে গেল রূপ ঘোর
সান্ধ্য প্রকৃতির।

অদূর কাননে—
শ্যামতরুলতা মাঝে
হেরিলাম শুভ্র সাজে
মানস-মূরতি।

পুষ্পিত শোভায়
মূর্ত্তিমান তুমি প্রিয়,
যেন তব উত্তরীয়
উড়িছে পবনে।

তুষার ধবল
উত্তরীয়, বায়ুভরে
হেলি দুলি খেলা করে
আর্য্য গরিমায়।

অপূর্ব্ব দর্শনে
চঞ্চল আঁখির তারা
হয়ে গেল দৃষ্টিহারা
অরূপ-স্বরূপে।

তোমাতে ডুবিয়া,
পবিত্র মিলন আশে
উতরি কানন পাশে
নিরাশ হৃদয়।

দেখিনু তখন,
নহ তুমি, বিকশিত
স্থলপদ্মে আলোকিত
কুসুম উদ্যান।

মন্দ সমীরণ
সোহাগে কাঁপায়ে তায়
ভ্রান্ত করেছিল, হায়!
মুগ্ধ অন্তর!

কল্পনা স্বপনে,
যেতে স্থলপদ্ম ফুলে
ভাবিয়া তোমায়, ভুলে
কি আহ্লাদ চিতে?

জগত সৌন্দর্য্য
একাধারে নিরখিয়া
সব-তাতে ভ্রান্ত হিয়া
তুমি মনে করি।

এ ভুলে জীবন
সুখময় নিরন্তর,
তুমি-পূর্ণ চরাচর
পুণ্য নিদর্শন।

চরণ তোমার
পরশ যে ভূমিতল
তাহা মোক্ষ তীর্থস্থল
চিরদিন মম।

যা পাই যেথানে
তোমা সব সমর্পিয়া
পড়ে হৃদি উথলিয়া
আনন্দ উচ্ছ্বাসে।

আজি—
রক্তিম সন্ধ্যায়
ফুলে ভুল উপহারে
দিতেছি অঞ্জলিপুরে
তোমায় বল্লভ!

নিত্য।

১

একময় অনন্ত জগত,
প্রতিবিম্বে মূর্ত্তিমান
করিয়াছে সব স্থান
একজন,—ব্রহ্মাণ্ড শরীর।

বিশ্বময় আকৃতি তাঁহার,
প্রতি অনু পরমাণু
চন্দ্র তারা গ্রহ ভানু-
সেই এক, একময় ধরা।

হৃদয়ের সীমান্ত প্রদেশ
পূর্ণ করি, অবিরাম
বিভাসিত দিবা, যাম
রজনীর; সেই সে মূরতি।

জড় কিবা অজড় জগতে
সমুদিত অনিবার
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁর,
আমি শুধু নেত্র হয়ে হেরি।

অন্তরের প্রতিচ্ছায়া মম
দেখি প্রকৃতির অঙ্গে,

মায়া রূপে সঙ্গে সঙ্গে
ভ্রমে সেই প্রতিকৃতি সদা।

তবে কেন "পলকে প্রলয়
গণি," নিত্য যাই মরে,
প্রতিক্ষণে তার তরে
দৃষ্টি সীমা ছাড়ি যান যেই।

নিবে যায় প্রাণের আলোক,
হাসি রাশি সম্মিলন
আত্মাপূর্ণ আলিঙ্গন
অদর্শনে অশ্রু হয়ে যায়।

নিবে যায় গগনের তারা,
সুধাংশু হাসে না অম্বে
যেন সব অন্ধকার
প্রাণপতি বিদায় লইলে।

নিশীথের নির্জন হৃদয়ে
শুক্তা নয়ন নীরে
একাকিনি কাঁদে ধীরে
হাহাকার তুলিয়া নীরবে।

নৈশ বায়ু দূর দূরান্তরে
তুলি প্রতিধ্বনি তার
কাঁপাইয়া চারিধার
অদর্শন দুঃখ গীত গায়।

অশ্রু স্রোতে জীবন তরণী
ভাসি যায়, দিক্‌ভ্রান্ত
একাকী পথিক শ্রান্ত
ভবিষ্যৎ আশা পথ চেয়ে।

সংসারের প্রতি কার্য্য হায়!
অনুদিন ব্যবধানে,—
তাই অশ্রু নিত্য প্রাণে,
অভাব তরঙ্গে রহি ডুবে।

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে,
বাহ্য দৃশ্যে, দৃষ্টিসহ—
দিব্যকান্তি অহরহ,
তবু চিতে এ দূরতা নিতি।

কিবা শাপে যাতনা এমন?
সন্ধ্যা সমাগত হলে
বিচ্ছেদ নদীর কূলে
চক্রবাক্ পক্ষমত কাঁদি।

হৃদয়ের হৃদয় ছিঁড়িয়া
নিত্য নিত্য যান দূরে,
ভাগ্যচক্রে ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত প্রাণে ঘুমাইয়া পড়ি।

দিবাকর কিরণে তোমার
জাগাও না কভু মোরে,
বিরহ নিশার ঘোরে
মৃত্যু আসি জুড়াক্ জীবন।

মুহূর্ত্ত।

১

তামসী নিশার ঘোর—
সহসা অরুণ অঙ্গে
মিশিল, প্রভাত রঙ্গে
জাগিল অন্তর,
সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ—
খুলি গেল, ত্রিভুবন
হেরি একাকার।

উষার কাঞ্চন দৃক্তে
সরব প্রবাহ ছুটে
চরাচরে ধ্বনি ফুটে
জীবন সঞ্চার,
প্রাণীরাজ্যে মহোৎসব,
প্রেম বিতরণে ভব
উন্মুক্ত দুয়ার।

বিহঙ্গের পঞ্চস্বরে
বায়ুবহে গীত হয়ে —
প্রাণের বারতা লয়ে
প্রিয়জন পাশে,
জীবনের প্রাণাধার
সম্মিলন সুখসার
আত্মায় বিকাশে।

সহস্র ভাস্কর করে
শতচন্দ্র পরকাশে
পরশের মোহবাসে
উচ্ছ্বসিত হিয়া,
মন্দার কুসুম ফুলে
হৃদয়ের মূলে মূলে
বসন্ত সৃজিয়া।

অশরীরী আলিঙ্গনে
প্রতি পরমাণু যেন
হৃদিরূপে অনুক্ষণ
অযুত ধারায়,
কম্পিত লহরী ভঙ্গে
বহে যায় অঙ্গে অঙ্গে
মিলন শোভায়।

দর্শন সঙ্গম যোগে
প্রণয় বন্যার জলে
ভাসাইয়া মর্ম্মতলে
প্রেমসিন্ধু ধায়,
বিরহিত প্রাণ ভূমি
স্নেহের প্লাবন তুমি
হৃদয় বেলায়।

তিলমাত্র দরশনে
জীবনের বর্ষ শত
বাড়ি যায়, যুগ কত
নব নব বেশে
সমুদিত, প্রাণ বায়
সদা অলক্ষিতে পায়
তোমার নিশ্বাসে।

মুহূর্তের তরে
বিঘ্নবাধা রাশি রাশি
চরণে দলিয়া আসি
হেরিতে তোমায়,
চঞ্চল আঁখির তারা
হয়ে যায় দৃষ্টি হারা,
ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ;

অন্ধ আঁখি দিব্যজ্ঞানে
মানসে ফুটিয়া আছে
তোমা নিত্য নিরখিছে
আত্মময়-প্রাণে,
সব অন্তর্হিত তাই
চৈতন্যে শকতি নাই
বিশ্ব অনুধ্যানে।

স্নেহার্ণবে মিলিবারে
ক্ষুদ্র বীচিমালাসম
জীবন নির্ঝর মম
ছুটে অনিবার,
পাহাড় পর্ব্বত ভেদী
উত্তাল তরঙ্গে নদী
লঙ্ঘে পারাবার।

আদি নাই, অন্ত নাই,
সসীমে অসীমচিত্ত
একে পূর্ণ নিমজ্জিত,
মুহূর্ত্ত' জীবনে,
মুকতি বৈকুণ্ঠ ধাম—
ধাপে ধাপে মূর্ত্তিমান
মিলন সোপানে।

নিশীথ প্রার্থনা।

নিস্তব্ধ রজনী—
চন্দ্র নাই আলোদিতে
বসুধার সুপ্ত চিতে,
ঘুমাইছে শান্তিকোলে বিশ্ব চরাচর
নিদ্রাহীন নেত্র মম,
অন্তরে বাহিরে তম,
অতীত দিনের স্মৃতি, কল্পনা কেবল,
নিশীথে একাকী
শূন্য ঘর, কেহ নাই
ক্ষীণ দীপ যাই যাই
করিতেছে, পরিহরি ব্যথিত আমায়,

আজি এই বর্ত্তমানে
শূন্যতা জড়িত প্রাণে
ভাবিতেছি অনিবার চরণ তোমার,
পারি না সহিতে
তোমার দূরতা হায়
ক্ষত চিত্ত ভেসে যায়
নির্ম্মম নয়নাসারে, বেদনা অসীম,
তোমা ছাড়া হয়ে কবে
বাঁচি নাথ এই ভবে,
তোমার আশ্রয় বিনা মুকতি কোথায়,
প্রাণের ঈশ্বর।
দেখা দেও একবার,
মুছি তপ্ত অশ্রুধার,
মৃত্যু ছায়া দূরে রাখি ওপদ পরশে,
যাতনা পীড়িত হিয়া
তোমাকে হে না দেখিয়া,
'কাতর কিঙ্কর চাহে বারেক দর্শন।
এদীর্ঘ জীবনে
এমনি বিলাপ করে
রহিব কি শূন্য ঘরে ?
তব অদর্শনে চিত্ত সতত অস্থির,

ধন মান যশ লাগি
কভু নহি অনুরাগী
তোমার চিন্তায় সব গিয়াছে ডুবিয়া,
হৃদয় আসন
রাখিয়াছি সুখে পাতি
তব তরে দিবারাতি
এসো তাহে শোভাময় পরম দেবতা,
অতৃপ্ত নয়ন ভরে
দেখিব হে অকাতরে
আনন্দে পূজিয়া নিতি বাঞ্ছিত চরণ,
এ সব সংসারে
তব অদর্শন সুয়ে
আশা মাত্র প্রাণে লয়ে
কত কাল আর দেব! রহিবে জীবন?
মৃত্যু যেন সঙ্গোপনে
আসিতেছে দিনে দিনে
আঁধারিয়া জীবনের ভবিষ্যৎ হায়!
অন্তিম বাসনা
জানত হৃদয় স্বামী—
কি আর কহিব আমি।
অকাতর শেষ সাধ পূর্ণ যেন হয়,

শ্মশান অনলে যবে
এই দেহ দগ্ধ হবে
তখন (ও) দর্শন দিও জুড়ায়ে আত্মায়,
জগতে কখন
ঘটে নাই নর ভালে
এ জীবনে কোন কালে
দেবতা দর্শন, হায় কি পুণ্য আমার,
হেরিব হে প্রাণেশ্বর !
তব পদ নিরন্তর
জীবিতে, মানব জন্মে রহিয়া ধরায়।
যাইব যখন
পরিহরি ইহ লোক
ভুলি অদর্শন শোক,
পাইব তোমার দেখা, অনন্ত জীবনে,
প্রার্থনা আমার নাথ !
চিরদিন তব সাথ
রহিতে বাসনা সদা, প্রাণের মিলনে।
আজি এ নিশায়
বারেক দর্শন চাই
কর যোড়ে ভিক্ষা তাই
যাচিতেছি, দেও প্রভু, ভকতে দর্শন,

নিশা যোগে একবার
দেখা দিয়া সর্ব্ব-সার
অশান্ত দর্শন তৃষা কর নিবারণ।

নিশীথে সঙ্গীত।

I arise from dreams of thee
In the first sweet sleep of night·
When the winds are breathing low
And the stars are shining bright.
P. B. Shelley—

গভীর রজনী—
নীরব সুষুপ্তা ধরা
বিরাম মাধুরী ভরা,
অলসে মৃদুল বায়ু বহিছে কেবল,
নিদ্রার মাদক তানে
জগতের ক্লান্ত প্রাণে
মিশাইয়া মোহময় সঙ্গীত কোমল।
প্রকৃতি সুন্দরী—
নিশীথ বসন দিয়া
চারু মুখ আবরিয়া
বসুধা জননী অঙ্গে ঘুমে অচেতন,

নিরমল নীলাকাশে
তারকা কুসুম হাসে
নিশার আঁধারে সুখে হইয়া মগন,
নিস্তব্ধ আঁধার,
বিরাজিছে সর্ব্ব ঠাঁই
একটী শবদ নাই
সুখের স্বপন মৃদু নীরবে হাসিয়া
বিরহীর প্রাণে প্রাণে
কহিতেছে সঙ্গোপনে
মিলনের ইতিহাস, আনন্দ ঢালিয়া
সে মোহ স্বপনে
জাগিল প্রবাসী হিয়া
প্রাণের ভিতর দিয়া
বহে গেল যুগান্তর, ক্ষণেক মিলনে,
প্রেমের পরশ ভরে
ব্যবধান গেল সরে
অনুভব স্বর্গশোভা, প্রিয় আলিঙ্গনে,
এহেন নিশায়—
আধস্বপ্ন-নিদ্রাভরে
বারেক বিস্মৃতি তরে
আমিও ছিলাম শূন্য, বিজন, শয্যায়;

কিবাস্বর প্রাণে আসি
সহসা মিশিল হাসি,
চমকি ভাঙ্গিল নিদ্রা, চাহিলাম, তায়
শুনিলাম দূরে,
মধুর মধুর তান
আকুল করিল প্রাণ,
সহিল না চিত্তে আর, বাতায়নে আসি
দাঁড়ালেম ধীরে ধীরে
অভাব লোচন নীরে
প্রকাশিল হৃদি যেন, শোক জ্বালা নাশি।
রহিলাম চাহি
শূন্য নীলাম্বর প্রায়
সে গীত ভাসিল, হায়
আমার জীবন মন পাগল করিয়া,
স্বরসুধা মনোহর
হয়ে গেল রূপান্তর
শোভিল আকাশ পটে শরীরী হইয়া।
প্রদীপ্ত সুন্দর,
আঁধার অম্বর শিরে
প্রাণের মুরতি ধীরে
জ্বলিতে লাগিল শূন্যে প্রীতি বরষিয়া,

রূপের প্রবাহে মম
দূর করি দুখতম
হারাইয়া প্রতিবিম্বে সচঞ্চল হিয়া।
আনন্দ উচ্ছ্বাসে
ভেসে গেল হৃদিতল
ভেসে গেল মর্ম্মস্থল
কাঁপিল শোণিত বিন্দু শিরায় শিরায়
হৃদয়ে আশার ঘোর
ঘুরিল মস্তক মোর,
বাহু প্রসারিনু মোহে ধরিতে তাহায়।
নয়ন অমনি
মুদিত হইল যেই—
আবার সঙ্গীত সেই
পশিল শ্রবণে, চিত্ত প্লাবিত করিয়া,
বুঝিনু তখন প্রাণে,
নিশীথ সঙ্গীত তানে
তার মধুময় কণ্ঠ, ঝরিছে মোহিয়া।
তাইতে আমার
ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর
অন্তর হয়েছে ভোর
পান করি স্বরসুধা, অমর সঙ্গীত,

পার্থিব সঙ্গীতে হেন
উন্মাদ হইবে কেন
মিলন বিমুগ্ধ মম প্লাবিত এ চিত ?
মায়ার মূরতি—
হৃদয় আঁধার দিয়া
প্রতিবিম্বে বিভাসিয়া
মূর্ত্তিমান করিয়াছে জীবনি আমার,
আঁখি মেলে যেই চাই
তাহাই দেখিতে পাই,
মুদিলে নয়ন, কর্ণে সঙ্গীত আবার।
দৃষ্টিতে সতত
সেই সে আকৃতি ভাসে
তরল সৌন্দর্য্য হাসে
জীবনের চারিধারে, প্রিয়কণ্ঠ তার
শ্রবণে সঙ্গীত সম
আত্মায় পশিয়া মম
প্রীতির প্রবাহে মুগ্ধ করে অনিবার।
সেই সে সঙ্গীত
নিশীথ গগনে আজি
শরীরী কিরণে সাজি
ভাতিছে জীবন্ত তানে, দৃষ্টিতে আকার,

শ্রবণে ললিত গীত
প্রতিধ্বনি পুলকিত
হৃদয়ে হৃদয়ে পশে করিয়া ঝঙ্কার।
এ বিশ্ব সংসারে
লোচনের সুখকর
প্রিয়মূর্ত্তি, সুধাস্বর
শ্রবণে আনন্দ, প্রাণে দুই এক হয়ে
মিশি যবে, সুখী সেই,
হৃদয়ে শূন্যতা নেই,
পরিপূর্ণ চিরদিন একভাব লয়ে।
আবার আবার
ওই সে সঙ্গীত হাসে
জীবনের চারি পাশে,
পরশে মলিন হবে—তার শোভারাশি
ছুঁইলে মানব করে
দেব শোভা যাবে সরে,
আতঙ্কে স্পর্শিতে নারি স্বর্গীয় ও হাসি,
নিশীথ সঙ্গীত
শুনিয়া ব্যাকুল হয়ে
বাতায়নে দাঁড়াইয়া
হেরিলাম কিবা দৃশ্য, কহিব কেমনে?

ভাষা নাই প্রকাশিতে
যে মাধুরী আছে চিতে
জাগি জাগি, ঘুমে, ঘুমে, দেখি নিশিদিনে,
সঙ্গীত মধুর—
নিশার সহিত মিশি
পূর্ব্বদিকে পরকাশি—
প্রভাত হইল যেই, অরুণ কিরণে
হেরিলাম পুনর্ব্বার
প্রকৃতির কণ্ঠহার
সে গীত মোহন, ধীরে মিশিল জীবনে,
তখন পুলকে—
ভক্তি ভরে ভূমি তলে
বসিয়া, নয়ন জলে
উপাসনা শান্তিভরে করিলাম সুখে,
যার করুণার জ্যোতি
ভালবাসা, ব্যাপ্ত ক্ষিতি,
আলোকিছে পুণ্যরূপে নরনারী মুখে।

যৌতুক উপহার।

(২৭ শে জুন, ১৮৯২।)

চির জন্ম কাল—
ভিখারী বাসনা নিয়া
দরিদ্রের বেশে হিয়া
বিশ্বময় ঘুরিল আমার,
সর্ব্বব্যাপী আত্মাপুরে
কিবা ভিক্ষা লভিবারে
এত দিন এত হাহাকার ?
প্রাণে শুধু নাই নাই
ব্রহ্মাণ্ড পুরিতে চাই
অন্তরের শূন্যতা মাঝার।
আপন সম্বল বিনে
অন্তিম জীবন দিনে
পরধনে মুক্তি নাহি কার।
নির্ম্মম প্রকৃতি চেয়ে
হৃদয়ের বিনিময়ে
নাহি চাহি দান প্রতি দান
আমার "এ প্রিয়ম্বদা"
অযাচিতে দেয় সদা
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, ৫।৭

পূর্ণতার সুখোচ্ছ্বাসে
বালিকার মায়া পাশে
বিজড়িত দিবস যামিনী।
কৈশর যৌবন মাঝে
প্রভাতের ফুল সাজে
হইয়াছে জীবন সঙ্গিনী—
সেই হতে আমরণ—
"প্রিয়" মম অনুক্ষণ,
তারে আজি সঁপিব তোমায়
শুভ বিবাহ বাসরে
জ্যোতির্ম্ময় "তারা"করে,
নিমন্ত্রণ পৃথ্বী, সবাকায়,—
এ উৎসব দেখিবারে
এস সবে হৃদি দ্বারে
ডাকিতেছি জগত হৃদয়
কবিত্বের মাঝখানে
উচ্ছ্বসিত মুক্ত প্রাণে
দাঁড়াইয়া, করিনু অর্পণ—
সুখে তোমাকে-আমার
"প্রিয়", জীবন আধার!

পত্র।

১

অশ্রুমাখা দীর্ঘশ্বাস শর্ব্বরী হৃদয়ে
মিশাইয়া, আঁখিজলে
জাগি, জাগি, প্রতিপলে—
গণিয়া বরষ, নিশা হাহাকার দিয়া
পাঠাই পূরবে নিতি প্রভাত লাগিয়া।

তরুণ অরুণ দেহে বিচ্ছেদ-রজনী
প্রভাতিলে, জাগে বিশ্ব,
কলরবে নবদৃশ্য—
নূতন জীবন স্রোত ঢালে চারিধারে,
আমি পাই-তোমা লিপি, আলোক আধারে।

আরোহিয়া রবিকরে, ত্রিদিব-বারতা
বহিয়া প্রাণের মাঝে
আন নিত্য নব সাজে,
স্নেহের প্লাবিত ভাবে শুভসমাচার
বরষি, হৃদয় কর শান্তির আগার।

নীহারিকা।

গত সুখ স্বপ্ন লিখি স্মৃতির পল্লবে—
পুনঃ দেখাইয়া তায়,
কল্পনার তুলিকায়
আশার অতীত চিত্র আঁক অনিবার,
এদিন আঁধারে, লিপি, জীবনে আবার।

বর্ত্তমান বিস্মৃতির করাল ছায়ায়
ঢাকি, সুখে ভ্রান্ত হিয়া
ভাবীকাল তাকাইয়া—
সুখদ আলোক রাজ্য করিয়া রচন
কতবার মোহঘোরে করে বিচরণ।

প্রণয়-পূরিত প্রাণে ভাবের উচ্ছ্বাস,
কবিত্বের প্রস্রবণ
ছুটে পত্রে অনুক্ষণ,
প্রীতি-সম্বোধনে, চিত্তসদা পরকাশে,
শুষ্ক হৃদি মঞ্জুরিয়া পারিজাত শ্বাসে।

নবীন মাধুরী ছন্দে ললিত-কবিতা
বিরচিত তব অঙ্গে
সৌন্দর্য্যের ভাব ভঙ্গে;
রত্নাকর সম তুমি, তোমাতে ডুবিয়া
সুরেশ বৈভব লভি সাধ পুরাইয়া।

বিরহের মরুময় দগধ প্রান্তরে
প্রেমের প্রাসাদ তুলে
চিন্তারূপী জীবকুলে
অন্তরের অন্তরেতে জনপদ শত
সৃজিয়া, শূন্যতা কর শোভা পরিণত,

আত্মার সঙ্কেতবাণী, চির বিনিময়
ভাষাকাব্যে অনুদিন,
বৈদ্যুতিক সম্মিলন,
হিয়ায় হিয়ার যোগে ব্যক্ত সমুদায়
দূর সন্নিকট কিছু নাহিক তাহায়।

ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, মানস বিজ্ঞান ;
নির্ব্বাণ মুকতি কথা
প্রত্যেক রেখায় গাঁথা
তোমাতে লিখন, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধর ক্ষুদ্র কলেবরে।

কাঁদ।

No radiant pearls which created fortune wears
No gem, that twinkling hangs from beauty' ears
Not the brightest stars, which night's blue arch adorn.
Nor rising suns that gild the vernal morn
Shine with such lustre as the tear that flows
Down virtue's sacred cheek for other's woes."

কাঁদ, প্রিয়ময়ী প্রিয় বালিকা আবার,
স্থরক্তিম দু' কপোল
মুক্তা বিন্দু অশ্রুজল
শোভিবে স্থন্দর তাহে; হৃদয় নয়নে
আনিয়া হেরিব রূপ, সুখের স্বপনে।

সরল পবিত্র হৃদে দয়ার সঞ্চার
পরদুঃখ নিরখিয়া
লোচনের ধারা দিয়া
যখনি প্রকাশ তুমি হৃদয় বেদন,
জুড়াই শান্তির নীরে যাতনা তখন।

হাসিপূর্ণ স্নেহমাখা বদন কোমল,
বিষাদের তম আসি
ঢাকিয়া আনন্দরাশি
বিগলিত করে যেই অন্তর তোমার
সেই সে নিরখি নেত্রে শত অশ্রুধার।

কত সুখ, কত আশা, তোমার আননে
দেখি নিত্য বিজড়িত
চিন্তার তরঙ্গে চিত
সতত অস্থির, তুমি কি জানিবে তার,
কত প্রীতি দেয় প্রাণে তব নেত্রাসার।

নির্ম্মল সংসার অশ্রু সলিল হৃদয়ে
একদিন কারতরে
কেহু নাহি চিত্তভরে
করে বিসর্জ্জন কভু, তাইতে তোমার
হেরিয়া নয়নে নীর আনন্দ অপার।

দেবভাব মানবের জীবনে আনিয়া
দ্রবিয়া হৃদয়তল
বহে নেত্রে অশ্রুজল,
পরদুখে যেইজন লোচন আসার
বরষে, জীবন তার পুণ্যের আগার।

নিজ শোকে অশ্রুবারি সবার নয়নে,
কেবা সুখী এ সংসারে,
কার নাহি আঁখি নীরে
ভিজে না নিশীথশয্যা, সুখের স্বপনে
নিদ্রাযায় কোন্ জন, এ বিশ্ব ভবনে ?

কিন্তু কভু দুই চিত্ত একই বিষাদে
ফেলে না নয়ন বারি,
দীর্ঘশ্বাস ধীরি ধীরি,
বহে না উভয় প্রাণে, সমবেদনায়
বাঁধিবে সংসার মুগ্ধ আপনাতে হায় !

যখনি পরের দুঃখে নয়নে তোমার
ঝরিবে করুণা নীর
হৃদয় হইবে স্থির,
ভুলিয়া আপন দুঃখ, অন্যের কারণ
শিখিব তোমার কাছে পবিত্র রোদন।

শিখাও অনন্ত প্রেম হৃদয় ভরিয়া
যেন পারি অকাতরে
দিতে শান্তি এ সংসারে,
পর দুঃখে অশ্রুজলে জীবন আমার
যায় রে বহিয়া যেন সুখে অনিবার।

সুন্দর অন্তর তব, বিশুদ্ধ জীবন
অনন্ত প্রীতিরসহ
হাসে চিত্ত অহরহ,
উদার নয়নে তুমি হের এ সংসার
পূর্ণ ভালবাসাময় অন্তর তোমার।

ব্যক্তিগত প্রেম নাহি শিশুর জীবনে,
প্রশান্ত হৃদয় ভরে
ভালবাসে সকলেরে,
অসীম বিশ্বের স্থান অন্তরে তাহার,
সমভাবে প্রাণে প্রাণে দেয় শান্তিধার।

সেই সে শিশুর চিত্ত এখন তোমার,
তুষিতে জগত প্রাণ
কত প্রীতি কর দান,
সরল স্নেহের ধারে প্রেমের উচ্ছ্বাস
কতবার, কত ভাবে করিছ বিকাশ।

ভালবাসা চিত্তবেগে পার না রাখিতে,
যে ভাবে যখন প্রাণ
মগ্ন থাকে, সেই গান
গাও তুমি, সে সঙ্গীত লহরী তুলিয়া
অলক্ষিতে ভাসাইয়া লয় মমহিয়া।

কাঁদ তুমি প্রাণখুলি, হেরিয়া জীবন
আসার হিল্লোলভরে
কাঁপিবে, অনেক মানস সরে
ফুটিবে সুখের পদ্ম, তব অশ্রুনীরে
বহিবে সজীব তাহা, দুলি ধীরে ধীরে।

প্রখর রবির করে মস্তক ব্যথিত
জুড়াইতে ছায়া নাই
কভু না বিরাম পাই,
মধ্যাহ্নের সূর্য্য করে শীতল করিয়া
ঢাল তব নেত্রবারি এ শির ভরিয়া।

নিশীথ শয্যার পাশে বসিয়া আবার
ভাসাইয়া মর্ম্মতল
পবিত্র নয়ন জল
বরষি, জীবনতম দেও সরাইয়া
বারেক আঁধারচিত্ত উঠিবে হাসিয়া।

কক্ষচ্যুত গ্রহ মত সংসার গগনে
ভ্রমিতেছি অবিরত
জীবনের আশা শত
নৈরাশ্য তিমিরে ছিন্ন উল্কার মতন
একে একে সমুদায় হয়েছে পতন।

স্বর্গীয় করুণারাশি মাখিয়া অধরে
বসিয়া অন্তিম শিরে
দিও অশ্রু ধীরে ধীরে
অন্তিমে আমার, আমি চাহিব তখন
দেবভাব তব মুখে করিব দর্শন।

কাঁদরে আনন্দময়ী স্নেহের বালিকে,
পর দুঃখে অশ্রুধার
জীবনের অলঙ্কার
সেই ভূষা চিরদিন করিও ধারণ
তবেত সার্থক হবে মানব জীবন।

তুমি প্রহেলিকা।

আশৈশব অনুদিন—
সাহিত্য জগত মাঝে করিনু ভ্রমণ,
শিক্ষার মন্দিরে গিয়া
প্রাণ মন সমর্পিয়া
লভিয়াছি যেই জ্ঞান চিরদীপ্তি ময়,
প্রতিভার জ্যোতিরাশি
অজ্ঞান তিমির নাশি
বিভাসিছে সমুদায় আমার নয়নে

বন্ধুর প্রস্তর সম
বিজ্ঞানের পথচয় মার্জ্জিত কেমন,
জ্ঞানালোক লক্ষ্য করে
সেই পথে অকাতরে
আসি, যাই, বার, বার, বিদিত সকলি,
দূর শূন্যে গ্রহগণ
ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ
"দূরবীক্ষণের" যোগে দেখি নিশাকালে,

অতীত ঘটনা সব
যুগযুগান্তর যাহা হয়েছে ঘটন,
ইতিহাস বর্ত্তমানে
কহিতেছে সঙ্গোপনে
মানব চরিত গাথা ভরিয়া শ্রবণ,
বুঝিয়াছি সমুদয়
কিছুত কঠিন নয়,
ভূতকথা আজি যেন জীবন্ত আকারে।

উন্নত জ্ঞানের ভাতি
। য়া'ছ খুলিয়া নেত্র, এ বিশ্ব জগত
যত অধ্যয়ন করি
তত প্রীতি প্রাণভরি,

স্থাবর জঙ্গম কিবা জলধি মহান,
অনন্তের প্রতিচ্ছায়া
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড কায়া,
যাহাতে উৎপত্তি, লীন তাতেই আবার।

এ সব বুঝিতে পারি
কিন্তু নাহি বুঝি বালা হৃদয় তোমার,
হাসিভরা প্রাণ মন
সুখ উৎস অনুক্ষণ,
সরল পবিত্র মুখে স্নেহের বিকাশ,
প্রফুল্ল লোচন দিয়া
ভালবাসা বরষিয়া
নীরবে চলিয়া যাও, আহ্লাদে চঞ্চল,

কাছে এলে যাও ছুটি
কথা নাহি কও কভু, অন্তর ভরিয়া
ধরিতে না দেও ধরা,
কিবা যাদু মন্ত্রে গড়া
তোমার কোমল হিয়া, বুঝি না কখন,
দূরে গেলে ঝরে আঁখি
শুনি, পাত্র স্নেহ দেখি
কেমন বিকল হয় আমার (ও) অন্তর।

ক্ষুদ্র বালিকার পত্রে
যুবতীর ভালবাসা, অতল গভীর,
এর কিবা পরিণাম
ভাবিক্ষণে, কাঁপে প্রাণ,
ডুবে যায় আশা স্বপ্ন ভবিষ্য তিমিরে,
আবার আশার ঘোর
ভ্রান্ত করে চিত্ত মোর
মোহের ছলনা আসি করে প্রতারণা।

তিলেকের মোহ ভ্রান্তি
ভাঙ্গে যবে, চমকিয়া হেরি প্রাণে প্রাণে
শরীরী স্নেহের ছায়া
বিশ্বময় মিশাইয়া
রহিয়াছে প্রেমময়ী প্রতিমা সোণার,
অবিরাম অনিবার,
বরিষিছে প্রীতিধার
প্লাবিয়া জীবন মরু অনন্ত প্রবাহে।

সে প্রেমের অন্ত কোথা,
খুঁজিয়া না পাই কভু অবনী মাঝার,
অতুলন ভালবাসা
পূরাইয়া সুখ আশা

অজস্র ঢালিছে নিতি হৃদয় ভরিয়া,
জগতের ইতিহাসে
এ প্রেম নাহিক ভাষে,
জ্ঞানাতীত নব শিক্ষা প্রণয় তাহার,

তার সনে তুলনায়
সংসারের ভালবাসা বিন্দুবারি ধারা,
আঁখি নাহি হেরে তারে
কোথায়, দেখিতে নারে,
আজি আছে, কালি নাই কথায় কথায়,
এ প্রেম জগত কাছে
হিয়া মোর নাহি যাচে,
তোমাতে সে ভালবাসা পাইব কেমনে ?

শুধু চাহি জানিবারে
কিবা প্রহেলিকা মাথা অন্তর তোমার,
হৃদয় ধাঁধিয়া কেন
প্রেম খেলা খেল হেন
নিরাপদ চিত্তে করি আতঙ্ক সঞ্চার !
ভাষায় দেখিতে পাই
যেই স্নেহ, মিল নাই
আচরণে, তাই বালা সুধাই তোমারে।

বুঝি নাই, বুঝিব না,
তুমি চির প্রহেলিকা রহিবে এমনি,
ভাবিলে অশান্তি ঘোর
ঢাকিবে অন্তর মোর,
তোমার হৃদয় তত্ত্ব পাইব না আর,
শুভ ইচ্ছা তব তরে
চিরদিন প্রাণে করে
রাখিব বালিকে, আমি আজীবন কাল

কেন গাঁথিলাম ?

(কুমারীর চিন্তা)

কেন গাঁথিলাম হায় আশার কুহকে,
মানস উদ্যান ভরি
যে কুসুম শোভা করি
ফুটেছিল প্রীতিরাগে জীবন প্রভাতে,
সুখে দুঃখে অনিবার
বরষি লোচন ধার
এতদিন যেই ফুল রাখিনু সজীব।

কেন তুলিলাম ফুল, গাঁথিলাম হার,
কার কণ্ঠে দিব মালা
জুড়াইয়া চিত্ত জ্বালা
এতভক্তি ভালবাসা, এত প্রেমদান
কেবা আছে লইবারে,
এ হার পরাব কারে ?
প্রণয় কুসুম মালা পবিত্র রতন।

অসময়ে প্রীতিহার গাঁথিয়াছি হায় !
—জনমিয়া আর্য্য কুলে
বংশের গৌরব ভুলে
ভারত সন্তান আজি অনার্য্য পতিত !
কেমনে তাদের গলে
পরাইব কুতূহলে
পরিণয় সুখহার অমর বাঞ্ছিত।

বিষাদের অশ্রুবারি আসিছে নয়নে,
শৈশবের প্রেম আশা
যৌবনের ভালবাসা
করুণ বিলাপে হিয়া আকুল করিয়া
দেখাইছে ভবিষ্যত,
নৈরাশ্যের চিত্র শত
হেরিয়া আঁধারে প্রাণ হয়েছে ম্লান।

সাধের কুসুম মালা শুকাইবে মম,
দিব না নয়না সার
বাঁচাইতে পুনর্ব্বার,
ঝরিবে সৌরভকণা দিবসে দিবসে
শত বর্ষ যাবে বয়ে
প্রণয়ে নিরাশ হয়ে
রহিব ব্যথিত চিত্তে এমনি করিয়া!

গৌরবের স্মৃতিময় ভারত শ্মশানে
বিবাহ উৎসব হেন
আজিরে শোভিবে কেন,
চিরকুমারীর ব্রত করিব পালন!
তথাপি দিব না হার
শব কণ্ঠে একবার,
যতনের গাঁথা মালা ফেলিব ছিঁড়িয়া।

সাজে না সাজে না হায়! বাসর কৌতুক
ভারত ভবনে আর
কার গলে প্রেমহার
পরাইছ আর্য্যনারী মোহিত অন্তরে!
ছায়াসহ পরিণয়ে
কেমনে জীবন সয়ে
হাসিছ আনন্দে সদা উচ্ছ্বাস তুলিয়া,

যুগান্তর মরিয়াছে আর্য্যস্থতগণ
আমরা বিধবা এবে
সধবার বেশ তবে
কেন নাহি পরিহার করিছে সকলে ?
শবসনে সহবাসে
সুধু পবিত্রতা নাশে,
বাঁচিয়া এমন করি কি হবে জীবনে ?

সহমরণের চিতা জ্বালাও পুলকে,
যমুনা জাহ্নবী তীরে,
করি স্নান পূতনীরে,
মৃতপতি কোলে লয়ে পবিত্র অনলে
প্রবেশিয়া একে একে
পাপ দেহ ছাড়ি সবে
নূতন জীবনে যাও শান্তি নিকেতন।

আমিও প্রফুল্ল মনে তোমাদের সহ
পুষ্পমালা লয়ে করে
আবার জীবনতরে
চিতায় সঁপিব প্রাণ, দিব না কখন
প্রীতি পরিণয় হার
মৃত আর্য্যগলে, আর
কাঁদিব না শুষ্ক মালা হৃদয়ে লই।।

দিনকত পর।

(জননীর চিন্তা)

হে মৃত্যু

দিন নাই রাত নাই
কেবল দেখিতে পাই
তোমার আঁধার ছায়া জীবন সম্মুখে
কভু কাছে, কভু দূরে
নিয়ত বেড়াও ঘুরে,
বিষাদ ঢালিয়া দিয়া হৃদয় মাঝার

তাড়াতাড়ি আয়োজনে
যাইতে তোমার সনে
ভবিষ্যৎ ক্ষীণ আশা পাই না দেখিতে;
অতীতের দিনগুলি
বর্ত্তমানে যাই ভুলি
অভাব ছাইয়া ফেলে সকল সংসার।

কত কাজ আছে বাকি,
সে সব সুদূরে রাখি,
বর্ণ রচিত ছবি মুছি নিরাশায়
সারকরি শূন্যহিয়া
অশ্রুবারি মিশাইয়া
নীরবে চাহিয়া দেখি মুরতি তোমার।

আশৈশব তব তরে
মানস প্রস্তুত করে
রাখিয়াছি. চিন্তা ভয় নাহিত কখন,
সুধু ভাবি এক কথা
সতত অন্তরে ব্যথা
সাধের বালিকা সেই আনন্দ রূপিণী।

কেমনে কেমনে হায়
ছাড়িয়া যাইব তায়
সংসার প্রান্তরে একা এমন করিয়া ?
কেবা তার মুখ চাবে
তপ্ত অশ্রু মুছাইবে
মমতায় হৃদি প্রাণ দিবেরে ঢালিয়া ?

স্নেহনীর সুশীতল
ঢালিয়া মরম স্থল
রোগে শোকে কে জুড়াবে আমার বলিয়া ?
কেহ নাই, অভাগিনী
কেবল তাহার আমি,
সে আমার, আমি তার অবনী ভিতর,

হেরি দিবা অবসান
বালকণ্ঠে সুধাগান
গাহিয়া বালিকা যবে আসিবে ছুটিয়া,

খেলাধূলা সাঙ্গ করে
প্রবাস হইতে ঘরে,
তখন আদরে কেবা ধরিবে গলায়?

শূন্য গেহ, আমি নাই—
আছাড়ি পড়িবে তাই
কাঁদিয়া আকুল স্বরে ধরণী উপর,
প্রভাত জীবন তার
নাহি জানে দুঃখভার,
আমার অভাব সেত সহিতে ন্যারিবে।

কুসুম সৌরভ হাসি
যৌবনের শোভা রাশি
শৈশবের পবিত্রতা, দেন তাহার,
আশার আলোক ভরে
সদা চিত্ত নৃত্য করে,
বিষাদ সঙ্গীত বালা শেখেনি কেমন,

হৃদে বহে মন্দাকিনী
পূর্ণ প্রেম প্রবাহিণী
অপার্থিব ভালবাসা কুমারী জীবনে
আহ্লাদে উথলি পড়ে,
ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি ধরে,
উচ্ছ্বসিত এত স্নেহ রাখিবে কি করি?

দিনকত পর।

সে কেমনে শোক সয়ে
একাকী জীবন লয়ে
মরুময় ভবারণ্যে করিবে ভ্রমণ ?
আনিতে পারি না মনে
এই চিন্তা, তোমা সনে
তারে ছাড়ি আজি আমি যাব না এখন,

আজি সে বিদেশে আছে
খেলাধূলা করিতেছে
কেমনে তাহারে রাখি যাইব বল না !
এসো দিনকত পরে
তাহারে সঙ্গিনী করে
একত্র যাইব দোঁহে মৃত্যু ! তব সাথ।

সে আমার সনে গেলে
সব চিন্তা যাব ভুলে
জগত ভুলিয়া যাবে দোঁহাকার নাম,
দীন স্মৃতি দু'জনার
কেহ নাহি স্মরিবার
বিস্মৃতি রাখিবে, তাহা সমাধি ঢাকিয়া

আমি যাব, দুখ নাই,
তারে কেন লয়ে যাই ?
কাল ফুটিয়াছে সে, যে, প্রকৃতি হৃদয়ে

আশার কুহক স্বর
ঝরিতেছে নিরন্তর
উষামাখা, গীতভরা তাহার জীবনে,

না, না, চিন্তা স্বার্থপর
করিবরে পরিহার
তাহারে লইয়া সাথে যাবনা যাবনা,
যবে সে আসিবে ঘরে
বুঝায়ে, সান্ত্বনা করে
যাইব তোমার সহ কিছু দিন পর,

মৃত্যু তব অন্ধকারে!
আসি ঘুমাইলে ধীরে
সে আমার স্মৃতিকণা বহিয়া অন্তরে,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা
ভুলিয়া জীবন খেলা
আসিবে শ্মশান মম করিতে দর্শন,

প্রণমিয়া জাহ্নবীরে
অবগাহি পূতনীরে
সিক্ত বসনে বালা, কেশ এলাইয়া
জানুপাতি ভূমিতলে
বসিয়া, পূজার ছলে
দিবে অশ্রু, ভক্তি পুষ্প শ্মশান উপর,

সায়াহ্নের সুখতারা
হইয়া আপনহারা
দেখিবে বালিকা মুখ করুণ নয়নে,
কভুবা জাহ্নবী তীরে
দু' একটি বীচি ধীরে
আসিয়া নীরবে-তার চুম্বিবে চরণ,

সে মরণ সুখময়
যেন মোর তাই হয়,
আশীর্ব্বাদ পরমেশ! কর হে আমায়,
বিদায়ে তাহার মুখ,
হেরিয়া অপার সুখ,
সে থাকিবে, আমি যাবি, কোন দুঃখ নাই।

কেন মৃত্যু! কেন, কেন,
ভ্রমিয়া বেড়াও হেন
জীবনের সমুদায় ছায়াময় করি?
বলেছিত তব মনে
যাইব প্রফুল্ল মনে
আজি নয়, কালি নয়, দিন কত পর।

খোকা।

(১৩০১ সালের ২৭শে আশ্বিন, ইংরাজী ১৮৯৪ সন
১২ই অক্টোবর শুক্রবার খোকার জন্ম)

খোকা সুন্দর
ফুল্ল অধর
হাসি ফুটনে,
শুভ্র দশন
আধ বচন
ভাব কূজনে।

ভগ্ন কাকলি
হাস্যে উথলি
যায় ছুটিয়া,
দিক সকলে
সুখ তরঙ্গে
বীচি তুলিয়া।

নগ্ন শরীর
কান্তি নিঝর
শোভার সঙ্গমে,
গীত লহরী
দিবা শর্ব্বরী খেলে বদনে।

মৃদু পবনে
উড়ে সঘনে
　　কেশ কুঞ্চিত,
ভাল উদার
আঁখি প্রসার
　　জ্ঞানে রঞ্জিত।

চিত্ত সলিলে
মায়া মৃণালে
　　স্বর্ণ কমল
স্নেহ কিরণে
ফুটি, জীবনে
　　শান্তি উজ্জ্বল।

গৃহ আঁধারে
শূন্য সংসারে
　　আশা আলোক,
প্রাণ মোহন,
"তারা--রতন,
　　মর্ত্ত্যে গোলোক।

হৃদি শয্যায়
ভানু ছটায়
　　শশী উদিত,

নিত্য পূর্ণিমা
দীপ্তি সুষমা
জ্যোতি মণ্ডিত।
পিতা মাতার
সুখ অপার
খোকা লভিয়া,
হিয়া চুম্বনে
শিশু বদনে
ঢালে মোহিয়া।

(১৮৯৫ ১লা মে।)

সোহাগ।

(খোকার প্রতি)

১

জীবন সর্ব্বস্ব ধন
আনন্দের প্রস্রবন
খোকারে আমার!
মরি, মরি, কিবা দুখে
হাসি নাই চাঁদমুখে,
বহে অশ্রুধার।

কি হয়েছে যাদু মোর !
আঁধার বদন তোর
কিসের কারণ ?
সারাদিন কাজে থাকি
তবুও হৃদয়ে রাখি,
জীবন-জীবন !

ছাড়িয়া ক্ষণেক তরে
কেবল গিয়াছি ওরে,
একক রাখিয়া,
তাই এত অভিমান,
ভুলিয়া হাসির তান—
অস্থির কাঁদিয়া !

শারদ জ্যোছনা-মালা !
জুড়াইয়া হৃদি জ্বালা
হাস্‌রে আবার,
বালকণ্ঠ, আধ ভাষ,
সুখ-স্বপ্ন বার মাস—
তুইরে আমার।

পরিণয় ফুলবনে
ফুটিলি আশার সনে
অতুল কুসুম,

দুই প্রাণ এক হয়ে
নিত্য তোরে নিরখিয়ে
বাঁচে অনুক্ষণ।

স্নেহময় পিতা তোর
আশা স্বপ্নে সদা ভোর
তোরে প্রাণে ধরি
বিষাদ কখন আর
ঢাকে না অন্তর তাঁর
ছায়াময় করি।

কার্য্য ক্লান্ত কলেবরে
এখনি আসিয়া ঘরে
চুমিবে বদন
বাবা তোর, কত সুখে
সোহাগে লইবে বুকে,
হাস্ প্রাণধন।

আয় কোলে, ছুটে আয়,
কত চুমো দিব তায়
স্নেহের বাছনি!
ভালবাসা প্রাণাধার,
জগতের রত্ন-সার,
অপার্থিব মণি!

হাস্‌রে প্রভাতরবি,
বাপ, মার, চিত্ত-ছবি,
আলোক আধার!
হাসির তুফান তুলে
জীবন সাগরে কুলে
খেল্‌ অনিবার।

মায়ের আদর স্রোতে
চুম্বনের ধারাপাতে
শিশুর আননে
ফুটিল পূর্ণিমা-হাসি,
শতচন্দ্র পরকাশি—
জননী জীবনে।
(১৮৯৫ ২১ জুন।)

আদর।

১

এসরে সঙ্গীত হার
শূন্য গলে একবার

পরিতব কণ্ঠস্বর
মোহগীত, নিরন্তর
সোহাগে গাঁথিয়া।

এসরে হাসির কণা!
চিরদীপ্তি খাঁটী সোণা
হাসি দেও ছড়াইয়া
হৃদয় রজনী দিয়া
ফুটায়ে চন্দ্রমা।

এসরে মাথার মণি!
আঁধার কুন্তল খনি
কিরীট হইয়া তার
নাশ ঘন অন্ধকার
শোভার কিরণে।

এসরে সন্ধ্যার তারা!
তরল কনক ধারা,
ললাট ভূষণ তরে
পরিব সিন্দুর করে
ললিত প্রদোষে।

এসরে পূর্ণিমা নিশি!
হৃদয়ের দিশি দিশি
জ্যোছনা ঢালিয়া সুখে,
শত চন্দ্র চারুমুখে
নিরখি আবার।

এসরে উষার হাসি!
অতরল রূপ রাশি,
কোমল বানয়ন খুলে
দেও দৃষ্টি, প্রাণ ফুলে
মধু বরষিয়া।

এসরে দর্পণ মম!
শুভ্র কান্তি, নিরুপম,
তোমার ভিতর দিয়া
প্রতিবিম্বে মোর হিয়া
মিশিছে তোমায়।

এসরে প্রেমের পাখি!
জীবন পিঞ্জরে রাখি,
ভালবাসা গান করে
আজীবন সিক্তস্বরে
আনন্দ জাগাও।

এসরে ভবিষ্য আশা
সুখময় ভালবাসা,—
অতীতের প্রিয় স্মৃতি,
আনন্দের প্রতিকৃতি
নয়নে সতত।

এসরে প্রাণের-প্রাণ!
জীবনের বর্ত্তমান ;
জান কত ভাল বাসি?
মাখাইয়া অশ্রু হাসি
ইন্দ্রধনু করে।

এসরে জগৎ মোর।
দরশনে চিত্ত ভোর,
যেওনা, যেওনা সরে,
অদর্শনে যাইমরে
বিরহ ব্যথায়।

এসরে মানস আঁখি!
তুমি বিনা অন্ধ থাকি,
পাইনা দেখিতে আর,
চাহিতে বিষাদ ধার
বহেরে কেবল।

এসরে অন্তর আলো !
নিরাশার মেঘ কাল
সরাইয়া, হাসি সুখে,
তোমার অরুণ মুখে
প্রতিভা হেরিয়া।

এসরে গানের হার
শূন্য কণ্ঠে আর বার,
বীণার নিক্কণময়
তব স্বর, প্রাণে বয়
পুলক উচ্ছ্বাসে।

এসরে লাবণ্যকণা !
রশ্মিমাখা খাঁটী সোণা,
হাসি দিও শিরভরে,
স্নেহ দেও মুগ্ধ করে,
সখারে আমার।

২৩ মার্চ্চ।

আর একবার।

Oh Thou child of many Prayers,
Longfellow.

ইচ্ছা করে প্রাণ ভরে আর একবার
নিরখি আনন্দে চারুবদন তোমার
অতীতের স্মৃতি সহ
রহিয়াছে অহরহ
সেই মুখ, যেই মুখ প্রভাত যৌবনে
দেখিলাম একদিন আশার স্বপনে,

তরুণ অরুণ রাগে হসিত সংসার
ললিল বিহগ কণ্ঠে সঙ্গীতের ধার,
দক্ষিণ মলয় বায়
আনন্দ উৎসব গায়,
উদ্যানে কুসুম লতা নেত্র মুগ্ধ কর,
হৃদয় অরণ্যে শিশু ফুটিলে সুন্দর।

হেরিলাম, ভুলিলাম প্রার্থিব জীবন
শোভিল মায়ার ফুলে হৃদয় কানন

পবিত্র সৌরভ তার
প্রাণে প্রাণে শতবার
মিশিল, ভাবিনু একি ! স্বরগের দূত ?
আসিল মানব জন্ম করিবারে পূত ?

যত হেরিলাম শিশু বদন তোমার
আশার কিরণে চিত্ত হাসিল আমার,
প্রতি হাস্য কণা তব
একটী একটী স্তব,
প্রত্যেক আঁখির দৃষ্টি, আধ আধ ভাষ,
বিভুর অনন্ত প্রেম ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস।

দেবের আদেশ বিশ্বে করিতে প্রচার-
ধরাতে ক্ষণেক তরে শিশুর সঞ্চার ;
দেবের মহিমা তুমি,
শোকপূর্ণ মর্ত্যভূমি,
শান্তির বিমল সুধা পুণ্যের কিরণ
মিশাইয়া, বিধি তোমা করিল সৃজন।

অল্পদিন শরতের শশাঙ্ক সমান
বাড়িতে লাগিলে তুমি জুড়াইয়া প্রাণ,

তোমার বদন ভাতি
কিবা দিবা কিবা রাতি
শীতল কৌমুদী কণা, স্নিগ্ধ পরশন,
অভাগিনী জননীর অতুল রতন।

চিরদিন এ জগতে সমান না যায়,
আজি হাসি, কালি শোক নিয়ম ধরায়,
শারদ চন্দ্রমা ভাতি,
জ্যোছনা প্লাবিত রাতি
হসিত সংসার, শোক জানি না কেমন,
অকস্মাৎ কে হরিল তোমা হেন ধন?

আঁধার শশাঙ্ক জ্যোতি, আঁধার সকল,
দীর্ঘশ্বাস, নেত্রবারি রহিল কেবল,
নিশীথে জাহ্নবী তীরে
পরিজন অশ্রুনীরে
রচিল সমাধি শয্যা, প্রাণের কুমার
রাখিল নীরবে, নিদ্রা ভাঙ্গিল না আর,

আর জাগিলে না তুমি জীবন স্বপন
ফুরাইল, চাহিলে না মেলিয়া নয়ন,

স্বরগের দূত তুমি
ছাড়িয়া এ মর ভূমি
মিশালে শর্ব্বরী সনে, ত্রিদিব কিরণ
তোমার কোমল শয্যা, অনন্ত জীবন।

সেই দিন, সেই নিশি, সেই সুরধুনী
স্মরিয়া আজিও কাঁদে ব্যথিত পরাণী,
পবিত্র জাহ্নবী তীরে
তোমা সনে ধীরে ধীরে
নিদ্রা যাইবার সাধ হয় কতবার,
কি জানি কেন সে ইচ্ছা পুরে না আমার,

আর, —
আজি এই দূর দেশে যমুনার তীরে
বসিয়া, ভাসিছে বক্ষ শোক অশ্রুনীরে,
নীলিমায় তারা শশী
সমুখে তরঙ্গ রাশি
অদূরে মথুরাপুরী, সকলি সুন্দর
তবে কেন, শোকমগ্ন, আঁধার অন্তর,

লীলাময়ী যমুনার লহরী নিচয়
চন্দ্রমা বিভায় মাতি সুখ স্বপ্নেবয়,

এ শোভার কথা কেন
অধীর মানসে হেন
বাড়ায় যাতনা, হায়! সহে না আমার,
কি করিব, কোথা শান্তি পাইব আবার?

কোথায় বিরাম পাব, আবার কোথায়
হেরিব তোমার মুখ, পাইব তোমায়,
এই দূর দেশে আসি
শোভার সৌন্দর্য্য হাসি
হেরিনু প্রকৃতি মুখে কত শত বার
তবুত হৃদয় ব্যথা জুড়াল না আর?

আশা নাই, শান্তি নাই সুখ অভিলাষ
ফুরাইছে তোমা সনে, হৃদে দীর্ঘশ্বাস
বাহে নিতি, শোক ভাবে
ক'দিন বহিয়া যাবে,
অন্তিম জীবনে শিশু পাইব আবার
হেরিতে তোমার মুখ শান্তি তীর্থসার?

কত আশা কত স্মৃতি কতই বিভব
যমুনা তোমার বক্ষে রহিয়াছে সব,

ভারত গৌরব কথা
কীর্ত্তির ললিত গাথা
বিদিত সকলি, তববারি কণা চয়
অতীতের ইতিহাস অবিরত বয়,

যমুনে, পার কি তুমি কহিতে আমায়
একটী ভবিষ্যবাণী, জীবিতে ধরায়
পাব কি দেখিতে আর
পুণ্যের আলোক ধার
সেই প্রিয় শিশু মুখ, দু'জনে আবার
মিলিব কোথায় কবে, কহ একবার

সেই দিন, যেই দিন শিশু সুকুমার
হেরিব জীবন ভরি আর একবার
নন্দনের শোভা শত
শশাঙ্ক কিরণ মত
পড়িবে ঝরিয়া প্রাণে, অজস্র ধারায়
কৌমুদী প্রপাতে সুখে রহিব নিদ্রায়,

সে নিদ্রার স্বপ্ন যত আনন্দ উচ্ছ্বাস
কল্পনা শুনাবে নিত্য শিশুকণ্ঠ ভাষ

জীবন্ত সৌন্দর্য্য হাসি
অমর মাধুরী রাশি
আনন তোমার, সেই মুখ নিরখিয়া
নশ্বর মানব জন্ম যাইব ভুলিয়া।

যাহার অপার প্রীতি, শান্তির কারণ
হজেছে সংসারে ফুল্ল শিশুর জীবন,
মাতৃকোলে শিশু হেরি
ভক্তিতে হৃদয় ভরি
পূজিতে বাসনা চিত্তে, সে ছবি সুন্দর
যখনি নিরখি, প্রেমে পূর্ণিত অন্তর।

এমন পবিত্র চিত্র কি আছে ধরায়
মানবীর ক্রোড়ে যবে শিশু শোভা পায়,
নারীর কোমল কোলে
হাসে শিশু প্রাণ খুলে,
ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া বদন তাহার,
জননী করুণাময়ী মমতা-আধার।

ভালবাসি শিশু মুখ করিতে দর্শন
তার আধ আধ বাণী করিয়া শ্রবণ

সদা এই শিক্ষা পাই
আত্মার বিনাশ নাই,
পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দিতে শিক্ষক এমন
কে আছে জগতে আর শিশুর মতন?

তাই চাহি হেরিবারে পুনঃ একবার
পুণ্যের মাধুরী মাখা শিশু প্রাণাধার,
বসি তার পদতলে
শোভার উচ্ছ্বাস তুলে
ভক্তিতে পূজিবে হিয়া অনাদি ঈশ্বর
যার নিদর্শনে আত্মা অনন্ত অমর।

সাধিতে ব্রহ্মাণ্ডহিত জীবের কারণে
বিসর্জ্জিতে পারি যেন দুর্ল্লভ জীবনে,
এই শক্তি নিত্য চাই,
সত্যের মহিমা গাই
সত্য ধর্ম্ম প্রচারিতে সাহস অপার
দেও প্রভু, হৃদে মম, ভকত তোমার।

আর একবার চারু শিশুর বদন
হেরিতে বাসনা, বিভু তোমার চরণ
ভক্তিভরে পূজা করি
সেই ফুল্ল মুখ স্মরি

দেখাও হে দয়াময়, সে শোভা আবার
শেষ ভিক্ষা কৃপা করি পূরাও আমার।

"ইন্দুবালা।"

১

"ছিন্ন যেন শচী কোলে লাবণ্যের হার"
তুমি "চারু ইন্দুবালা"
কল্পনা লহরী লীলা,
সাহিত্য জগতে, হিয়া একাকী যখন
চিন্তা শূন্য, হেরি, স্মৃতি তোমাতে মগন।

করুণার মূর্ত্তি মতী মানসী প্রতিমা,
"হায় সেই রূপ রাশি
যেন স্বপনের হাসি
লুকাইত নিদ্রাকোলে, জাগিবে না আর"
পতিসনে সতীর জীবন একাকার।

ভালবাসা মহাসিন্ধু উথলে অন্তরে
প্রেমের মাধুরী তুলি
দান প্রতিদান ভুলি
শুধু ভালবাসা প্রাণে, প্রিয়জন প্রীতি
প্রেম মগ্ন হৃদয়ের পৌর্ণমাসী নিতি,

বিরহ রজনী নাই ত্রিদিব মাঝারে
দরশ পরশ লাগি
বাসনায় কভু জাগি
উঠে না হৃদয়, হিয়া চির নির্ব্বিকার
এ প্রেমে বিচ্ছেদ কভু হয় না সঞ্চার।

এক চিন্তা, এক স্মৃতি, একেই জীবন
একজনে ভালবাসা
মিটাইয়া সুখ আশা,
এক স্নেহে জগতের সব আপনার
জীবের মঙ্গলে হিয়া ব্যাপ্ত চারি ধার

বঙ্গের কবিত্ব রাজ্যে অপূর্ব্ব কিরণে
আঁকিয়াছে তোমা ছবি
সুনিপুণ হেম-কবি,
কুসুমিত কাব্যোদ্যানে কবিতা ভাষিণী,
প্রেমিক হৃদয় সরে ফুল্ল কমলিনী।

নারীর মানস তত্ত্ব তোমার বিভায়
যেন আছে মিশাইয়া,
তোমাতে আমার হিয়া
প্রতিবিম্বে সমুদিত, আকৃতি বিহীনে
আঁকিতে শকতি নাই বিশ্ব সন্নিধানে

যাঁহার মমতা স্পর্শে রয়েছি জীবিত
সেই সে আরাধ্য দেবে
অন্তর আমার সেবে,—
তৃপ্তি নাই আমরণ উপাসনা করে
অনন্তে অনন্ত দীপ্তি সে মূরতি ভরে।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা স্থাবর জঙ্গম
তাঁর (ই) প্রতিচ্ছায়াময়
প্রেম মায়া সমুদায়,
ভক্তের সাধনা যোগে জীবাত্মার সহ
পরমাত্মা বিরাজেন সুখে অহরহ।

অনুদিন অনুক্ষণ প্রাণের বাসনা
উথলি উথলি ঝরে
অবিরাম প্রেম করে
আমিত্ব বিস্মৃত আমি, ভালবাসি কত,
ভালবাসা শূন্য হৃদি পাপে পরিণত।

মূর্ত্তিহীন দেবালয় শ্মশান সমান,
বিলাপের প্রতিধ্বনি
কিবা দিবা নিশীথিনী
হাহাকার করে যেন, পরিত্যক্ত হিয়া
বাঁচিবে কেমন করি শূন্যতা লইয়া ?

জীবন, মরণ ছুঁয়ে চির অমরতা
লভি যবে, অমরায়
ধ্যান যোগে সাধনায়
প্রাণের ঈশ্বরে আত্মা হইবে বিলীন
একজনে ভালবেসে পূর্ণতা অসীম।

আজ কাল।

১

প্রভাত হয় না ভালো
হাসে না উষার আলো
পূরব অম্বরে,
বৈতালিক পিককুলে
জাগায় না প্রাণ-ফুলে
মধুর সুস্বরে।

ফুটে না কুসুম শোভা
কুঞ্জে কুঞ্জে মনো লোভা
সুবাস পুলকে,
তরু পত্রে সমীরণ
নাহি করে বিচরণ
সুখদ আলোকে।

সঞ্জীবনী সুধাসার
প্রভাত পরশে আর,
বাঁচায় না হিয়া,
আশার কুহক গীতে
জীবনের চারিভিতে
সাধ সঞ্চারিয়া,

নীরবতা করি ভঙ্গ
চেতনা, দিবস সঙ্গ
আসে না এখন,
জীবগণ কলরব
নাহি, যেন স্তব্ধ সব
নিদ্রায় মগন।

সরব উল্লাস ভরে
মধ্যাহ্নের ভানু করে
প্রাণীর উচ্ছ্বাসি
বহে না ভবের-হাটে,
গৃহ, পথ, শূন্য মাঠে
আঁধার নিশ্বাস।
ঘোর অমাবস্যা নিশি
ফিরিতেছে দিশি দিশি
তমিস্র বসনে,

দীর্ঘ তরু, ঝাউগণ
বিলাপিছে অনুক্ষণ
নৈরাশ্য স্বননে
তাদের ব্যথিত চিত
পত্রে পত্রে মর্ম্মরিত—
শাখায় শাখায়,
প্রতিধ্বনি দূরে দূরে
অবিরাম ঘুরে ঘুরে
বিষাদ জানায়।

শ্রাবণের বারিধারে
তরলিত হাহাকারে
বিরহী-রোদনে—
নদ নদী সরোবর
উচ্ছ্বসিত নিরন্তর
বরষা সঙ্গমে।

মণ্ডূক ঝিল্লীর-হৃদি
দুখতানে নিরবধি—
বিশ্বের দুয়ারে—
সুখস্মৃতি ভাঙ্গি দিয়া
একতা বাড়াইয়া
বিচ্ছেদ ঝঙ্কারে।

প্রলয়-জলদ ঢাকা—
নীলিমায় গ্রহ-রাকা,
ঘন গরজনে—
প্রবাস পীড়িত মন
সুধু চাহে সম্মিলন—
আপনার জনে।

ব্যাকুল মরম ব্যথা
চির অশ্রুনীরে গাঁথা
নীরব ভাষায়,
শোক দগ্ধ মর্ম্ম দিয়া
দীর্ঘশ্বাস বাহিরিয়া
শূন্যে মিশি যায়।

শ্রবণে পশে না কার
এ প্রাণের সমাচার
হতাশ ক্রন্দনে
কোমল স্নেহের কায়
পরশিয়া না জুড়ায়
সান্ত্বনা বচনে।

মমতায় সন্নিকট
নিবারিতে এ সঙ্কট
কেহ নাহি আসে

মম বেদনায় নিত্য
স্বজনতা ঢালি চিত্ত
কভু না সম্ভাষে।
প্রভাত, প্রদোষ, কিবা
শর্ব্বরী-জড়িত-দিবা
ভীষণ দর্শন,
পরিবর্ত্ত নাহি কার
অন্ধকারে অন্ধকার
নির্জ্জনে নির্জ্জন।
আজ কাল, ভেদ হীন
দিনান্তে আসে না দিন
পোহায় না রাতি,
ভূত, ভবিষ্যৎ নাই,
বর্ত্তমান সব ঠাঁই
করিছে বসতি।
শ্মশান সৈকতে হায়!
মৃত্যুমাখা শূন্যতায়
আজি দাঁড়াইয়া
জীবন মরণ কাছে
শান্তি ভিক্ষা যাচিতেছে
মুকতি লাগিয়া।

বর্ষা।

(পল্লীগ্রাম)

১

ঘন কৃষ্ণ মেঘ ছায়া দিগন্তের গায়,
আকাশে দামিনী হাসে,
অশনি গভীর শ্বাসে,
মৃদঙ্গ নিনাদে ভীম রাগিণী শুনায়,
রুদ্ররবে বজ্রতান
কাঁপায়ে ত্রিলোক প্রাণ
চকিতে সহস্র ধ্বনি গরজি বেড়ায়।
অভেদ্য বারিদ রঙ্গে ছাইয়া সংসার
দুরন্ত বাদল মথে
তুফান ঝটিকা সাথে
উলটি পালটি বিশ্ব, তুলে হাহাকার।
ত্রাসিত গৃহস্থ প্রাণ,
জীব জন্তু ধাবমান,
সহসা প্রলয় যেন আইসে আবার।
উচ্চশির তরুরাজি ধরণী লুটায়,
সজোরে বায়ুর সনে
যুঝিয়া পরাণ পণে,
উন্নত মস্তকে ক্ষণে গৌরবে দাঁড়ায়,

সলজ্জ লতিকা বধূ
সোহাগ চুম্বনে মধু
পতিবক্ষে আলিঙ্গিয়া দুর্দ্দিন ভুলায়,

দিবসে আঁধার হেরি ভাবিয়া রজনী,
সুকুমার শিশুগণে
খেলা ছাড়ি গৃহ কোণে
একে একে জড় সড় আতঙ্কে অমনি,
লভিতে জননী কোল
ভাই বোনে গণ্ডগোল,
স্নেহের কলহ-পূর্ণ সে ক্ষুদ্র অবনী।

পর্ণশালা উজলিয়া মমতা কিরণে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে মাতা,
বিপন্নের নির্ভয়তা,
আদর অমৃত ঢালি তোষে জনে জনে,
ছোটটীকে হৃদে নিয়া
প্রেম বিগলিত হিয়া,
আনন্দে উছলি পড়ে বিবাদ ভঞ্জনে।

ঝর ঝর নীর ধারে বিরহী হৃদয়
অবিচ্ছেদ সম্মিলন
অভিলাষে অনুক্ষণ,
প্রেমিক প্রেমিকা চিত্তে বাসনা উদয়,

যৌবন রহস্য ভরা
প্রণয়-পরশ-গড়া
ভূত সুখ স্মৃতি যার ঢাকে বরিষিয়ে,
প্রবাসে দুরত্ত মাঝে নয়ন আসার
জাহ্নবী তরঙ্গে বয়ে
কভু নাহি যায় লয়ে
প্রাণপ্রিয় সন্নিধানে মিলনে আবার,
না বরষে আশাশ্বাস,
দর্শনের প্রীতিভাষ,
কল্পনা কুহকে হৃদি দহে অনিবার।

নদ নদী খাল বিল জলে একাকার,
সফেন লহরী বুকে
অনন্ত সাগর মুখে
অন্তিমে একই পথে মুকতি সবার,
মহাসিন্ধু মহাপ্রাণ
উদার আশ্রয় স্থান
ছোট বড় ভিন্ন ভেদ নাহিক তাহার।

উথলিত-স্রোতস্বিনী অন্তর ভরিয়া
সুমন্দ পবনে তরী
ভেসে যায় ধীরি ধীরি
শুক্লাম্বরে স্বচ্ছপাল সাধে উড়াইয়া,

সরলা কৃষক নারী
উপকূলে সারি সারি
ঘোমটা খুলিয়া চায় অবাক হইয়া।

শ্যামল প্রকৃতি অঙ্গ সিক্ত করুণায়,
তরুলতা দুর্ব্বাদল
শ্যাম রূপে ঢল ঢল,
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা হরিৎ শোভায়,
সদানন্দে পল্লীবাসী
বৃষ্টি বাত্যা উপহাসী
ধান্যক্ষেত্রে অবিরাম জীবন আশায়।

নিদাঘ বরিষা দোঁহে একত্র মিলিয়া
চারু ইন্দ্রধনু আঁকি
সীমান্তের কণ্ঠে থাকি
হাসায় বসুধা পুনঃ প্রবাহ নাশিয়া,
কোথা মেঘ, কোথা বৃষ্টি
নূতন জগত সৃষ্টি
অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব যায়রে থামিয়া।

যাদুমন্ত্র বিগঠিত গ্রাম্য বরিষায়
কিবা চিত্র অভিনব
পরিবর্ত্ত দৃশ্য ভব

হাসিকান্না সমুজ্জ্বল অজস্র ধারায়,
চঞ্চল নীরদ ডাকে
হিমাময় খুঁজে কাকে
প্রেমের-পরশ--স্মৃতি নিশীথ আত্মায় ?

ধরার বরিষা কাব্যে প্রাণের জোয়ার
উছলিয়া অবিরত
গঙ্গা যমুনার মত
প্রণয়ী মানস রাজ্য করে তোলপাড়,
সৃজনের আদি যুগে
বিরহ প্লাবন ভুগে
বরষা গড়েছে বিধি ভূলোকে আবার।

বরষালিপি। *

১

চিরঞ্জীবেষু—
চিঠিপত্র লিখি নিত্য তবু এদিনের তত্ত্ব
বলিবার অবকাশ নাই,

* ১২৯৭ সালের নদীয়া জেলার দুরন্ত বন্যা উপলক্ষে লিখিত।

জীবনের পান্থালয় হইয়াছে জলময়
অনিবার্য্য দুরন্ত বন্যায়,
প্রাঙ্গণ ডুবেছে নীরে, পাদপ ভাসিছে ধীরে
চারিদিকে অকূল পাথার,
কল কল স্রোত খর বহিতেছে নিরন্তর
বারি রাজ্যে বসতি এখন,
গৃহকোণে সরোবর, ঘরে ঘরে দ্বীপান্তর
মাঝে যেন সিন্ধু ব্যবধান।
কার ডাক কেবা মানে, শুনিয়া তোলে না কানে,
দাস দাসী বামণ ঠাকুর,
যাইতে বাজার হাট ডুবিয়াছে পথ ঘাট,
ফাঁকি দিতে সবে "মজবুত"।
দাসীগুলা মুখ নাড়ি কাজেতে করিয়া আড়ি
আড়ালেতে কত শাপ শাপে,
নীরবে সহিতে হয়, বলিবার দিন নয়,
সংযমের এই অবসর।

প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি নগন ভাবের স্ফূর্ত্তি
লম্বোদরী স্থূলতা বন্ধুর,
রূপসীর অগ্রগণ্য, চাকরাণী মাঝে ধন্য
চূড়া বাঁধা নৃসিংহ জননী,"

তাকাইয়া আড়নেত্রে, লুকাইয়া ধান্যক্ষেত্রে
ঘোলাজল যায় আনিবারে,
সমাল কলসী কাঁখে, ভৃত্যগণ ধরে তাকে,
হৈচৈ দ্বন্দ্ব কোলাহল।
রসনার ঘোররণে, কেবা আঁটে তার সনে,
পরাজয়ে ক্রন্দনের পালা,
বয়সে নাহিক সীমা, অমাবস্যা রূপী ভীমা
"মন্দাগিণী" রসিকা প্রধান,
অ হাসি খল খল, বাড়ায় বন্যার জল,
অঙ্গোচ্ছ্বাসে জোয়ার লাগায়,
[illegible]লজ্জনে না বলে, পাচক রন্ধন ফেলে
বসে থাকে খেয়ালে আপন,
আহারের পরিপাটী হইয়াছে সব মাটী
কোন রূপে ক্ষুধা নিবারণ।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা আর নাকি পাইব না
সে ভাবনা গুরুতর অতি।
মিষ্টান্নের নাম গন্ধ নাহিক সকলি বন্ধ
স্বপ্নে স্বধু সে রূপ নেহারি।
রজকের অদর্শনে, বকে বকে রাত্রি দিনে
জিহ্বা তাপে খই ফুটে যায়।

অদিন দেখিয়া দুখে "সূর্য্যিমামা" মেঘ মুখে
সঙ্গোপনে কাঁদেন বিরলে,
টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি পড়ে বাদলায় বন্যা বাড়ে,
সিক্তবাস মুস্কিল শুকান।
কাক্ চিল ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িয়া দারুণ পাঁকে
স্নান করে চঞ্চু ডুবাইয়া,
আহার খুঁজিয়া-খায় হেথা সেথা বলাকায়,
আঙ্গিনায় ভোজের উৎসব।
কুক্কুর শকুনী শিবা দিনমান সন্ধ্যা কিবা
সময় বুঝিয়া দেয় হানা।
ঘরবাড়ী করিয়াছে, আমরা তাদের কাছে
আগন্তুক হইয়াছি এবে।
আমরাও অতঃপর তাঁহাদের সহচর
হয়ে যাব দিনকত পরে,
বরিষার আশাতনে ফকিরী লইতে মনে
নিরামিষ করেছি সাধন।
লাগে ভাল বক্তৃতায়, কার্য্যকালে কিবা দায়?
স্বার্থনাশ করিবারে এত?
স্বদেশ হিতৈষী যারা, আদর্শ প্রমাণ তারা,
আমরাত জগতে অগণ্য।
তাহে ভাই পাড়াগেঁয়ে, তোমাদের মুখ চেয়ে
জলে পড়ে হাবুডুবু খাই,

সহরে সন্দেশ পেলে, হুজুগে গুজব ঢেলে
দিনগুলো কাটাইতে পারি,
মনে করে কর তাই, ধন দৌলৎ নাহি চাই
আজিতবে বিদায় এখানে?

বরিষা লিপি।

স্বজনে!

সারা দিন গেল বয়ে
রহিলাম পথ চেয়ে
আশায় আশায়,
কই এল লিপি তব?
খালি খালি লাগে সব,—
হৃদয় ছায়ায়।
চির-অবসর দিনে
কেমনে বা পত্র বিনে
কাটে রাত্রি দিবা?
বিরহের মাঝে পত্র
অন্তরের ছায়া চিত্র
দূরে সঙ্গী কিবা।

পত্রিকায় চিহ্ন তুলি
মরমের কথা গুলি
কেমনে জানায়।
প্রতি ছত্র প্রতি রেখা
দোঁহার মানস লেখা
প্রাণের ভাষায়।
নীরবে সরব বাণী
হৃদয়ের প্রতিধ্বনি
জীবন্ত অক্ষরে,
চিন্তা বিনিময়ে হিয়া
এককতা ঘুচাইয়া
অবিচ্ছেদ করে।
পরবাসে তার (ই) আশ,
পান্থশালে বারমাস
অতিথি জীবনে।
প্রভাত চেতন লাগি
প্রতীক্ষায় নিত্য জাগি
রবির কিরণে,
বিজনতা পরিব্যাপ্ত
নিশ্বাস অনলে তপ্ত
শয্যা, তেয়াগিয়া

প্রকৃতির খোলা প্রাণে
মগ্ন হয়ে, শূন্য পানে
রহি তাকাইয়া

লভিবারে দরশন—
লিপিযোগে, সম্ভাষণ—
জুড়াইয়া হৃদি,

একভাব, অর্থ শত
কথা এক (ই), ভাবি কত
পত্রে নিরবধি।

নিদারুণ বরিষায়
করিয়াছে সব তায়
অতি অনিয়ম,

আজি যেন ভোগবতী
অকস্মাৎ উর্দ্ধগতি
প্রলয় কারণ,

দিগন্ত ব্যাপিয়া চলে
হা হা-কার জলে জলে,
কৃষকের আশা

ক্ষেত্র ধান্য নাহি আর,
স্বধু পরিশ্রম সার,
অনন্ত দুর্দ্দশা।

জন্ম যার মৃত্যু লয়ে
চির অনাহার সয়ে—
তিল তিল করি,

জানি ভাগ্যে সুখ নাই,
অপূর্ণতা সর্ব্ব ঠাঁই,
তাই চিত্তে স্মরি,

বরষার পত্রাভাব
সহিতে প্রয়াস পাব,
তবু তোমা বলি,

কতকাল নির্ব্বাসনে
কাটাইব বর্ষগ'ণে
আপনায় ভুলি ?

ভানু অস্তাচলগামী,
সুপ্রভাত তরে আমি !
রহিনু আবার,

আজি হে বিদায় তবে ?
কালি পুনঃ দেখা হবে
পত্রে দোঁহাকার।

বরষা-লিপি।

"ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"

স্বজনেষু,

(২)

দীর্ঘকাল দূরে দূরে
হৃদয়ের অন্তঃপুরে
একভাবে হইয়া মগন
ভাবি না কাহারো কথা,
জগতের কেবা কোথা,
আপনাতে সব বিস্মরণ।
কিবা নিদ্রা মোহময়
ঢাকিয়াছে নেত্রদ্বয়,
যুগান্তর অতীত স্বপনে।
খুলিয়া স্মৃতির দ্বার
ভবিষ্যৎ রচনার
হেরি চিত্র আশার রঞ্জনে।
কেমনে এ সুপ্ত হিয়া
অকস্মাৎ জাগাইয়া
দেখাইল নূতন ধরণী

সহসা বন্যার জলে,
হৃদয়ের মর্ম্মতলে
কি বিপ্লব করিল সঞ্চার !
যতদূর চলে দৃষ্টি
বিশ্ব যেন নীরে সৃষ্টি
চারিধারে অপূর্ব্ব সাগর।
দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে
অম্বর পড়েছে নূয়ে
নিরখিতে মুখ আপনার
বারিস্রোতে, রূপবতী
ডাকিছে প্রকৃতি সতী
নদনদী করিয়া বিস্তার।
বসুধা অদৃশ্য প্রায়
একাকার বরিষায়
ভূমি আজ দুর্ল্লভ দর্শন।
সর্ব্বব্যাপী নীর মাঝে
ধবল কুটীর রাজে
আমাদের বক্ষেতে লইয়া।
দীর্ঘতরু ছায়াঢাকা
বারি অঙ্গে আঁকা আঁকা
রহিয়াছে দুধার ছাইয়া।

..য়ু বিকম্পিত নীরে
কভু বা হিল্লোল ধীরে
পরকাশে মাধুরী তুলিয়া।
অবিশ্রান্ত নেত্রে চাই
কেবল দেখিতে পাই
তরলিত রজত শোভায়।
প্রভাতের শিশু রবি
কচি রাঙ্গা মুখছবি
বরষিয়া স্নিগধ কিরণ,
নভ হতে করে খেলা,
লুকোচুরী সারাবেলা
এই আছে, এই অদর্শন।
সাঁঝের আলোক পেয়ে
শশাঙ্ক অবনী চেয়ে
তারকিত চন্দ্রিকা নয়ন
মেলিয়া, সুষমা ঢালি
নীর অঙ্গে দীপ জ্বালি
দীপ্তিপায় রোহিনী রঞ্জন।
শত খণ্ড রশ্মিমালা
প্রতিবিম্বে করি আলা
নিশীথের ভাঙ্গায় স্বপন।

শ্বেত শোভা মুগ্ধকর
চাহি চাহি নিরন্তর
জাগি উঠে সে দিন হিয়ায়,
কবিত্বের প্রস্রবণে
ডুবে যাই, ভুলিক্ষণে
জীবনের শূন্য বর্ত্তমান।
সমুখে জীবন্ত কায়া
প্রেমের দরশ ছায়া
সৌরভিত নন্দন কানন
চারিদিকে পরকাশি,
বিরহ সন্তাপ নাশি,
প্রাণে শুধু প্রীতি আলিঙ্গন।
শ্রবণ কুহর মাঝে
বীণার ঝঙ্কার বাজে
সোহাগের পূর্ণ আলাপন।
আত্মা করে অনুভব,
তুমিত্বে আমিত্বে নব
বিনিময় আবার প্রথমে।
আধভাঙ্গা প্রেমবাণী
প্রকাশিতে নাহি জানি
মিলনের উচ্ছাস লহরে।

বিসর্জ্জিয়া আপনায়
তনু মন পূর্ণতায়
পরিণতি বিপুল সংসারে।
দেখি স্বপ্ন জাগরণে
কল্পনার সম্মিলনে,
পরবাস ছাড়িয়া অন্তরে
গিয়াছে, নাহিক আর
বিচ্ছেদের অন্ধকার,
বরষায় একত্র দোঁহারে
করিয়াছে, কেন তবে
আজি তুমি দূর রবে?
এস বন্ধু চির প্রিয়তম!
দেখে যাও একবার
প্রাঙ্গণের পারাবার
সৌন্দর্য্যের দ্রবিত ধারায়,
কাব্য ইতিহাস প্রিয়
তুমি সখে, চিত্তে স্বীয়
পাবে সুখ এক ঘোর বন্যায়।
অনুদিন প্রাতঃকালে
স্মৃতি জাগিবার কালে
সাধ যায় বলিতে তোমায়

"ভাদর বাদর ভরা"
অশ্রুনীরে কাঁদে ধরা
বিরহীর গৃহ-শূন্যতায়।

আকাশ।

১

উদার, মহান, নভ, আশৈশব তোমা
ভালবাসি প্রাণভরে,
শোক দুঃখে শান্তি তরে
চাহিয়া তোমার পানে, নীরব নয়নে
কহি কত চিরদিন, আপনার মনে।

প্রভাত, মধ্যাহ্ন কিবা, সায়াহ্ন, রজনী,
যখনি বিষাদে চিত
গায় নিরাশার গীত
ছাড়িয়া সংসার, প্রীতি নিকটে তোমার
চাহি, হৃদয়ের অশ্রু মুছি বার বার।

শুন কিনা, শুন তুমি, সে দুঃখ বারতা
তবু প্রাণ সদা ধায়
তব কাছে, শান্তি পায়—

নিরখি প্রশান্ত নীল তোমার মূরতি,
তারাময় কলেবরে চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতি।

দূর, দূরান্তরে তুমি মস্তক উপরি
রহিয়াছ, মহাকায়,
পরশিতে কভু হায়!
পারিনাত এক দিন, কেবল দর্শনে
বাসিয়াছি ভাল তোমা জীবনের সনে

সেই আমি, সেই তুমি, সেই সে প্রকৃতি,
কিন্তু শত ঘটনায়।
আমার হৃদয়ে হায়
শৈশব আনন্দ আর নাহিত এখন,
ভাঙ্গিয়াছে যৌবনের আশার স্বপন।

সুখদ শৈশব দিবা অবসান সহ
নিরানন্দ অন্ধকার
ঢাকিয়াছে চারিধার,
বরষ বহিয়া গেছে দীর্ঘশ্বাস নিয়া,
হৃদয়ের হৃদয়েতে স্মৃতি রেখা দিয়া।

কুসুমিত যৌবনের বসন্ত প্রভাতে
প্রাণপাখী কলস্বরে
যেই সে ঝঙ্কার করে

উঠিবে, গাহিয়া সুখগীত মনোহর,
অমনি হিমানী তারে করেছে অন্তর।

আশার কুসুম কলি ফুটিতে ফুটিতে
শুখায়েছে অসময়ে
দারুণ আঘাত সয়ে,
বাসনার কিশলয় শীত বায়ু ভরে
ঝরিয়া পড়েছে হিয়া শূন্য-ময় করে।

কি কহিব, কি শুনিবে সে দুঃখ কাহিনী,
অকালে শোকের ঘায়
জীবনের সমুদায়
শোভাহীন হইয়াছে আমার, অম্বর!—
সেই তুমি, সমভাব যুগ যুগান্তর।

একটী চিন্তার রেখা তোমার ললাটে
পড়ে নাই, সুখ দুখে
সেই শান্তি স্থির মুখে,
যখনি ব্যথিত নেত্র মেলিয়া তাকাই
তেমনি গম্ভীর তোমা দেখিবারে পাই।

বিষাদের কাল মেঘ কখন আসিয়া
ঢাকে তব হৃদি তল,
বৃষ্টি ধারে অশ্রু জল

বরষি, হাসিয়া উঠ বিজলী চকিতে,
রাখনা কালিমা চিহ্ন ও বিমল চিতে।

ভীম বজ্র শব্দ সহ-হৃদয় পাতিয়া
ধর তুমি নীলাম্বর,
সে আঘাতে এক বার
ভাঙ্গেনা তোমার বক্ষ, অকাতর হিয়া
মানবের শিক্ষা তরে রেখেছ খুলিয়া।

তব সুবিশাল চিত্ত অধ্যয়ন করি
শিখেছি হে মন্ত্র মহা,
শোক দুঃখ শুধু সহা,
সহিতে জনম বিশ্বে আমা সবাকার,
তাই শাসি মুছি সদা লোচন আমার।

তুমি হে গগন, চির আদর্শ আমার,
তুলি আঁখি তব পানে
ভুলি শূন্য-বর্ত্তমানে,
দিয়াছ যে উপদেশ অন্তর ভরিয়া,
সহিব-সংসার-দুঃখ সে সব স্মরিয়া।

উচ্চতার ব্যবধান ক্ষণেকের তরে
পরিহরি এস নভ!
পবিত্র পরশে তব

ক্ষুদ্রতা আমার প্রাণে রহিবে না আর,
তোমায় আমায় শুভ মিলন এবার।

ক্ষুদ্র মহতের এই সম্মিলন হেরে
পাবে জ্ঞান উচ্চ তর
জগতের নারীনর,
শিখিবে বাসিতে ভাল দুঃখী অভাগায়,
উচ্চ, নীচ, ব্যবধান রবেনা ধরায়।

আমিও তোমার কাছে শিখিব আবার
নব পাঠ, মুক্তস্বরে
প্রচারিব ঘরে ঘরে
সুমঙ্গল বিশ্বপ্রেম, মুক্তির বিধান
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান।

স্বামী প্রবাসে।

(প্রতিদিন)

১

ঘুমে থাকি
ডাকে পাখী
আঁখিমেলে চাই

শূন্যতায়
প্রাণে হায়!
বড় ব্যথা পাই।

বাতায়ন
ছুঁয়ে ঘন
প্রভাতের বায়
"অন্ধকার
নিশা আর
নাহি," কহে যায়।

রবিকর
শূন্য ঘর
আলো করিবারে
প্রতীক্ষায়
রহে হায়
রশ্মিলয়ে দ্বারে।

তোমা ভাবি,
প্রাণ ছবি
অন্তরে তখন,

আসে জল
অবিরল
ভরিয়া নয়ন।

শান্তিতরে
ভক্তিভরে
বিভুপদ স্মরি,
সাধনায়
পুনঃ তাঁয়
তব মুখ হেরি।

অন্যমনে
চিন্তাসনে
বাহিরে আসিয়া
দেখি ভব,
অভিনব
তোমাকে ভাবিয়া।

শূন্য-কোলে
কুতূহলে
মাধুরী সহিত

হাসিভরে
দীপ্তি ক'রে
  রহ বিশ্বচিত।

মগ্ন প্রাণে
তোমা ধ্যানে
  পরশিতে যাই—
মূর্ত্তিতব,
শোভা সব
  ধরিতে না পাই।

পলে, পলে,
দূরে চলে
  যাও অনুক্ষণ,
নভ, ধরা,
তুমি ভরা
  করি দরশন।

চারিধারে
বারে বারে
  তব কণ্ঠস্বর

শুনি হিয়া
চমকিয়া
 উঠে নিরন্তর।

মোহ ঘোর
ভাঙ্গে মোর
 সহসা চকিতে,
ব্যবধান
বুঝে প্রাণ
 যাতনা সহিতে।

পথ চাই
বার্ত্তা পাই
 প্রভাত-কিরণে,
তব ভাষা
ভালবাসা
 সান্ত্বনা জীবনে।

লিপিময়
দিনচয়
 একা নিরজন,

স্মৃতি গাথা
মর্ম্ম ব্যথা
করে নিবারণ

বর্ষ কত
এই মত
রব শূন্যতায়,
নিরুপম
সখামম,
ভাবিয়া তোমায় ?

সাধের মেয়ে।

সাধের মেয়ে, আদর পেয়ে,
হেসে কুটি কুটি,
মায়ের কাছে, সদাই নাচে
তুলি হাত দুটি।

পবনে উ'ড়ে বদনে পড়ে
কুঞ্চিত কুন্তল,
তাহার মাঝে মধুর-রাজে
নয়ন যুগল।

নাকের কোলে, নোলক দোলে,
মাধুরী বিকাশ,
হাসির ঘায়, কাঁপিয়া যায়—
সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস,

সোহাগে গ'লে, টলিয়া চলে,
পাগল পরাণ,
চকিত-চায়, কখন গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান।

অঠিক সব, সঙ্গীত নব
আধ আধ স্বর,
সুধুই হাসে, স্বপন ভাবে
ভরিয়া অন্তর।

ভোরের বেলা, উষার খেলা
হেরিলে নয়নে,
বাগানে গিয়া, কুসুম নিয়া
খেলে এক মনে।

মায়ের স্বর শুনিলে পর
আনন্দ লহরী

তুলিয়া, ধায়, চঞ্চল পায়,
গৃহ আলোকরি—

সকল ঘরে আঁচল ধ'রে
ভ্রমে মার সাথ,
পড়িয়া উঠে, আবার ছুটে,
নাহি দৃষ্টি-পাত।

সাঁঝের করে, কনক সরে
ডুবিলে তপন,
গরবী মেয়ে বাবারে পেয়ে
চুমোতে মগন।

গলায় ছুলি, জগত ভুলি,
খেলার-কাহিনী
পিতার প্রাণে, ভগন তানে
ঢালে, সোহাগিনী।

রজনী হেরে, জননী তারে—
পিতৃকোল হতে
লইয়া সুখে, চুমিয়ে মুখে,
চাহে ঘুমাইতে।

আহ্লাদ ভরে, শয্যার ক্রোড়ে
বালিকা-রতন
সোহাগ সনে, পুলক মনে
ঘুমায় তখন।

বিয়োগ।

(শোকাতুরা মাতা)

মরণের অন্ধকারে
ঢাকিয়া, লুকালে ধীরে,
কেবল নয়নে
বিভাসিত মুখ তব,
শোক মগ্ন এবে ভব
তোমার বিহনে।

মায়ের মমতা লাগি
জীবন প্রভাতে জাগি
আধ আঁখি খুলে
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড সার
নিরখিয়া, পুনর্ব্বার
হাসি, ঘুমাইলে।

সবে মাত্র নিশা ভোরে
আশার স্বপন ঘোরে
স্নেহের-বাসনা,
মুকুলে শুকায়ে গেল,
অসময়ে ফুরাইল
মাতার কল্পনা।

বসন্তে হিমানী ঝরি
কুহেলিকাময় করি
ক্ষণিক জীবন
শৈশব যৌবন বিনে
বার্দ্ধক্যের আগমনে
নিখিল কেমন।

পরবাসে পরদেশে
চির অতিথির বেশে
রোগ শোক লয়ে
কেমনে রহিবে তুমি?
বৈজয়ন্ত তব ভূমি
অনন্ত নিলয়ে।

দুঃখের কাহিনী দিয়া
গঠিত জগত হিয়া
প্রতি দীর্ঘশ্বাসে
জননীর হাহাকার
বিয়োগের অশ্রুধার
বরষ-সম্ভাষে।

এহেন বিষাদ ভূমি,
কেমনে রহিবে তুমি ?
অমরার রাণী !
নিজ রাজ্যে গেলে চলি
কাহাকে কিছু না বলি
ছাড়িয়া ধরণী।

অশ্রুধারে পারাবার
বহে যদি, কভু আর
পাইব না তোমা,
মার কোল খালিকরি
জনক আনন্দ হরি
ঘুমালে সুষমা !

পরীরাজ্যে, পরীসহ
রহিয়াছ, শূন্য গেহ
হেরিলে লোচন
শোক নীরে যায় ভাসি,
আজিও আঁধার রাশি
এ মর ভবন।

খুকীরে জীবনময়ী
তোমার বিয়োগ সহি
"তারাময়ী" হেরে,
তাহারি কিরণ রাজি
শোকের সান্ত্বনা আজি
ব্যথিত অন্তরে।

বিফল যাত্রা।

১

কোথা হতে আসিলাম কোথা—
অচেনা এ দেশ ভূমি
নিতান্ত একেলা আসি,
কে কহিবে পথের বারতা?

চলে যাই, বাজে পায়,
দারুণ কণ্টক ঘায়,
উঠি, পড়ি, চরণ বিক্ষত,
পথে নাই পান্থশালা
জুড়াইতে একবেলা,
বিশ্ব যেন শূন্যতা জড়িত।
হৃদয়ের আকর্ষণে
আশা মরীচিকা সনে
লক্ষ্য পথে যাইতে প্রয়াসী,
গ্রহতারা সূর্য্য সোম
সব হেরি ব্যতিক্রম,
শোভাহীনা প্রকৃতি রূপসী

অবিশ্রান্ত মানস জোয়ারে
উল্‌টি পাল্‌টি হিয়া
একদিক দেখাইয়া
নিয়া যায় অপথ সাগরে,
তরঙ্গ প্লাবিত সিন্ধু
নাহিক আলোক বিন্দু,
অন্ধকার রজনী সমান,
সমুখের বেলাভূমি
পাই না দেখিতে আমি,
তথাপিও লক্ষ্য পথে প্রাণ

যাইবারে অভিলাষী
ঘাত প্রতিঘাত নাশি
ঝঞ্ঝা বাত্যা, বৃষ্টি অবহেলি।
সংসার সৈকতে উঠি
পুনরায় যাই ছুটি,
নিরখিতে আবেগ কেবলি।

বহু চিন্তা, বহুদিন ধরি—
বহু বাসনার ফলে,
পূত প্রেম অশ্রুজলে,
জীবনের মহামন্ত্র স্মরি—
আসিলাম তব দ্বারে
দরশন লভিবারে,
কই দেখা পাইনু তোমার ?
হৃদয় পুরুষোত্তম !
আজন্ম তপস্যা মম
হইবারে প্রেমে একাকার,
তৃষ্ণাতুর আঁখিতারা,
পরশ সৌন্দর্য্য ধারা
দে'ও ঢালি চিত্তে নিরন্তর,
তুমি মোক্ষতীর্থ ভবে,
তোমা সন্দর্শন লভে
চাহি শান্তি পুরিয়া অন্তর।

এত চিন্তা, এত সাধ নিয়া
এতদিন ঘুরে ঘুরে
আছিলাম, হৃদিপুরে
কই তুমি জ্যোতি বরষিয়া
হই লেহে শোভামান,
পরম শ্রীক্ষেত্রধাম
আসি, ভাগ্যে দেব দরশন
হইল না এ যাত্রায়,
সুকৃতি বিহীন হায়!
এবার জীবন তপঃ বিফল এমন,
শুধু এই অভিযানে –
আঁধার বাড়ায় প্রাণে
উচ্ছ্বসিয়া ক্রন্দন কল্লোল,
সাধনায় সিদ্ধ নাই
মানব অদৃষ্টে তাই
আমরণ বাসনা নিস্ফল।

শান্তিকুটীর ।

১

জীবনের পর পারে অনন্তের ছায়

মানসে কল্পনা করি

রাখিয়াছি চিত্রে গড়ি

শান্তির কুটীর,

ললিত পাদপ ঢাকা

ফুলে ফুলে শোভা মাখা

সে ভূমির তীর।

পল্লবিত তরুদেহে মর মর গীতি

চুম্বিলে মলয়ানিল,

প্রস্ফুটিত শতদল

সুরভি উচ্ছ্বাসে,

লতা, পত্রে, ছায়াময়

ঘন শ্যাম দুর্ব্বাচয়

বসন্ত বিকাশে ।

নীলাম্বর চন্দ্রাতপ মস্তক শোভন

রহিয়াছে দীপ্তিকরি

রবি, সোম, অঙ্গে ধরি

দিবস-নিশায়,

মধ্যাহ্ন ভানুর করে
চন্দ্রমা কিরণ ঝরে
প্রভাত শোভায়।
নিরজনে মোহময় স্বজনতা নিতি,
সুরশিশু বিহঙ্গম
প্রতিবাসী অনুক্ষণ
কুটীরের দ্বারে
বসি গায়, অবিরাম,
বিবাহ উৎসব তান
ভাসে চারিধারে।
প্রাত, সন্ধ্যা, বিভাবরী, সে স্বর প্রপাতে
সিক্তকরি শান্তিবাস,
পুরাইয়া অভিলাষ
মধুরতা আনে,
কুটীরের প্রান্তভাগে
প্রতিধ্বনি সদা জাগে
হরষিত প্রাণে।
নিদাঘ জলদে-আঁকা চল সৌদামিনী
ক্ষণে, ক্ষণে, দেয় দেখা,
রূপের তাড়িত রেখা
হেথা সেথা ছুটি

শূন্য কোলে পড়ে হাসি
তরুণ মাধুরী রাশি
পুনঃ উঠে ফুটি।

বৃষ্টিধারে সুধাকণা বারি বরিষণ,
দিবাকরে, রশ্মিমালা
নীরস্রোতে করে খেলা
সৃজি ইন্দ্রধনু,
সুষমায় গাঁথা হার
সাজাইতে বার বার
কুটীরের তনু।

পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্রিকা প্রবাহে
যেন দিব্য সরোবর
বহে যায় তর তর
প্রতিনিশাকালে,
জ্যোছনা তরঙ্গ রঙ্গে
ক্রীড়াকরে বায়ু সঙ্গে
রজত হিল্লোলে।

অশ্রুভরা জীবনের সীমান্তের পার
শান্তির কুটীর খানি
হসিত প্রকৃতি রাণী
ধরিয়াছে বুকে,

জগতের হাহাকার
সরাইয়া অনিবার
হেরিতাম সুখে।
আমাদের নহে এই পার্থিব ধরণী,
পথ ভুলে হেথা দোঁহে
আসিয়াছি, ভ্রান্ত মোহে,
জানি না কেমনে
একমনে যাব চলি,
প্রবাসের দুঃখ ভুলি
মিলন স্বপনে।
নিজদেশে, নিজবাসে, অভেদ দুজনে
শান্তির কুটীরে রব,
বিশ্ব জ্বালা জুড়াইব
আত্মায় আত্মায়,
নয়নে পলকহীন
নিরখিব রাত দিন
দোঁহে দোঁহাকায়।
অশরীরী প্রণয়ের অমর বৈভবে
বৈজয়ন্ত নিরুপম
মুক্তসদা, প্রিয়তম
চল যাই তথা,

পথিক আমরা কেন
বিদেশে রহিব হেন,
সহি অশ্রুব্যথা,
স্বভাবের শিশু মোরা স্বভাবে মিশিয়া
দিবাদণ্ড পলে পলে,
সম্মিলন কুতূহলে
কায়াশূন্য প্রাণে
থাকিব, কখন আর
ব্যবধান নাহি তার,
চিরশান্তিধামে।

দিবায় প্রকৃতি হৃদে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান
পাঠকরি, দুইজনে
হিয়াময় আলিঙ্গনে
মোহিত অন্তর,
স্নেহের ভাষায় নিত্য
জীবনের সে সাহিত্য
পূর্ণ নিরন্তর।

নিশীথ অম্বর কাব্যে অযুত অযুত
তারকা অক্ষর গাঁথা,
কবিত্বের অমরতা,
সুখস্বপ্নে জাগি

বাসর কৌতুকে তায়
পড়িব হে দু'জনায়
অবিচ্ছেদ লাগি।

বিলম্ব সহে না প্রাণে, দেরি কেন আর?
এস সখে, চলে যাই
এ নহে মিলন ঠাঁই,
ভব কোলাহলে
হৃদয়ের প্রান্তে বসি
শূন্যতায় নিশি নিশি
ফেলি অশ্রুজলে।

জীবনের পরিণাম ভবিষ্য আঁধারে
আবরিত, কিবা কবে
পুনর্ব্বার সংঘটিবে,
এ দিনও তখন
রহিবে না, শোকানল
অন্তরের মর্ম্মতল
করিবে দহন।

পতি পত্নী মাতা পুত্র সখায় সখায়
এক সঙ্গে নাহি পারে
যেতে ভব সিন্ধু পারে,
বিধির বিধানে,

কেহ আগে, কেহ পাছে,
যার যা নিয়তি আছে
যায় সেই দিনে।

তাই যদি উভয়ের একত্র গমন
নাহি হয় আগে আমি
যাইব পবিত্র ভূমি
শান্তির কুটিরে,
প্রতীক্ষায় পথ চাব
তব তরে সাজাইব
মিলন আগারে।

জীবনের শেষ ভাগে, অসীমের তীরে
যে কুটির কল্পনায়
আঁকিয়াছি, গিয়া তায়
তোমাতে ঢালিব
সীমাশূন্য অন্ত হীন
ভালবাসা, প্রেমেলীন
অনন্তে পাইব।

সমাপ্তি।

কল্পনা গিয়াছে থামি,
কবিত্বের প্রস্রবণ বহে না অন্তরে,
গীতধ্বনি, সুখ আশা,
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা
কিছু আর দেখি না সংসারে।

মমতা আলয় শূন্য—
কিছু নাই, স্মৃতি আছে, হৃদয়-মাঝার
ব্যবধান, প্রতি প্রাণে
স্নেহের বন্ধনহীনে,
দূরতায় শোভে না সংসার।

মহান্ সত্যের ভাতি!
[illegible] দ্রবীভূত হিয়া, দয়াময়!
কৃপাসিন্ধু মূর্ত্তিমান,
স্নেহে উথলিত প্রাণ,
প্রীতিভাবে মগ্ন সমুদয়।

তব অন্তর্দ্ধানে দেব,
জগতের সব যেন সমাপ্ত এখন,

নীহারিকা।

অশ্রুসিক্ত মর্ম্মতলে
স্নধু ক্রন্দন উথলে,
স্মৃতি কহে তোমারি বচন।

তব পদ চিহ্ন শিরে
তোমারি আদর্শ দেব, মানস নয়নে,
তোমার স্নেহের জ্যোতি
পথ দেখাইছে নিতি,
আজিকার শোকের দহনে।

ব্রহ্মাণ্ডের সার-পিতা,
জননী রূপিণী মায়া, সম্পদ সহায়,
লভিয়া অমর ধাম
চিরতরে ভাগ্য[illegible]ন
তুমি দেব, শা[illegible] নিলয়।

সমাপ্তি সুখের দিন,
আনন্দের ঐক্যতান প্রাণের দুয়ারে
বাজে না মধুর রবে,
কভু দেখিব না ভবে
জীবনের স্নেহ মূলাধারে।

সম্পূর্ণ।